

સચિત્ર તત્ત્વજ્ઞાન બાલપોથી

લેખક

સૂક્ષ્મ તત્ત્વચિંતક, વિંશ શતાબ્દી સદી મેં ચિત્રાલેખનો કે આદિ પુરસ્કર્તા,
વર્ધમાન તપોનિધિ, યુવાજનોદ્રારક પરમ પૂજ્ય આચાર્યદેવ

શ્રીમદ્ વિજય ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી

મહારાજ સાહેબ

પ્રકાશક

દિવ્યદર્શન ટ્રસ્ટ

૩૯, કલિકુળ સોસાઈટી, ધોલકા, જિ. આહમેદાબાદ
(ગુજરાત) - ૩૮૧૮૧૦

সতকামী নির্জারার কাজের সুবিধা নিল
তর্কিক শিরোমণী সাধ্বীজী গণনায়ক পরমপূজ্য আ. ভ.
শ্রী অভয়শেখরসুরীশ্বরজী মহারাজার
গুরুভক্ত পরিবার

নতুন সংস্করণ

তৃতীয় আবৃত্তি

বীর সংবত ২৫৩৮
বিক্রম সংবত ২০৬৮

মূল্য : ৫০/- টাকা

লোকেশভাই
7001630480

মহাবীরভাই
9647420195

পার্থভাই
6294914714

লক্ষ্মণ বগীচা
9732364153

হিমতভাই কমারগোড়া (সুরত)
9327710290

সোমীন লেদাপলাশ
7029130544

মহেশভাই শাহ (কলকাতা)
9830050599

❀ প্রকাশকের নিবেদন ❀

জনসাধারণের জ্ঞান, আত্ম-সচেতনতার প্রবর্তক, সূক্ষ্ম দার্শনিক, পরম পূজ্য আচার্যদেব শ্রীমদ্ বিজয়ভুবনভানুসুরীশ্বরজী মহারাজ ব্যবহারিক আদর্শকে একটি জৈন স্পর্শ দেওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী এবং সফল প্রচেষ্টা করেছিলেন। সার্বভৌমত্বের চমৎকার নীতিগুলি যদি দৈনন্দিন জীবনের ধারণার সাথে মিশে যায়, তাহলে সাধারণ মানুষের ধারণার শ্রেণী বৃদ্ধি করা উচিত এবং সেই সাথে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় চরিত্রও বিকশিত হওয়া উচিত।

প্রবন্ধ ও বইয়ের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শিক্ষণ শিবির, বৈষম্যপূর্ণ দেশনা এবং চাঁদের আলোতে লেখা অনুপ্রেরণার আলো ছড়িয়ে দিয়ে, মানুষের অন্তরে জিনশাসনের নীতিগুলিকে সহজ এবং হজম করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। দর্শন-চরিত্র, জীবন-চিন্তা, নতুন-তত্ত্ব ইত্যাদি, খুব সহজ উপায়ে, আমরা আমাদের সকলের মনে ও জীবনে তাদের আনার জন্য জোর প্রচেষ্টা করেছি।

এটি সম্ভবত দৈনন্দিন ঘটনার ছবির মাধ্যমে জিনশাসনের শাস্ত্রীয় উপাদানগুলি ব্যাখ্যা করার প্রথম প্রচেষ্টা হবে। এমন সম্ভাবনা আছে যে এর পর যে প্রচেষ্টা করা হয়েছে তা এই বইটির ভিত্তি কিছু আকারে নিয়েছে। আমরা আজ থেকে ৩২ বছর আগে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণের পরে যে শূন্যতা ঘটেছিল তা দূর করার জন্য নিম্নলিখিত প্রচেষ্টা করেছি। উপস্থাপিত প্রকাশনায়, আমরা প. পূ. বৈরাগ্যদেশনাদক্ষ আচার্যদেব শ্রীমদ্ বিজয়হেমচন্দ্রসুরীশ্বরজী ম. সা.-এর সুশিষ্য পূ. প. সংযমবোধিবিজয়জী মহারাজের থেকে খুব ভালো নির্দেশনা পেয়েছি। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী বিজয়ভাই শ্রীমালী পূজ্যশ্রীর ছবিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে অনেক পরিশ্রম করেছেন।

খ্রিস্টপূর্ব প্রামাণিক আচার্যদেব শ্রীমদ্ বিজয়জয়সুন্দরসুরীজী মহারাজ অনুগ্রহপূর্বক “অনুমোদনা” নামক একটি আমুখ লিখে এবং তার নিজস্ব শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পরিমার্জিত নিবন্ধ সমৃদ্ধ করে বইটির উপযোগিতা বৃদ্ধি করেছেন। আমরা কীভাবে বেনামী দাতাদের ভুলে যেতে পারি যারা বই প্রকাশকে সম্ভব করে তোলে? সকল সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

যে বইটি সকল জীবকে আধ্যাত্মিকতার পথে সম্যকজ্ঞানের প্রত্যাশা নিয়ে আধ্যাত্মিকতার পথে পরিচালিত করতে সক্ষম, সেই বইয়ের চর্চা দ্বারা সকল জীবই আত্ম-জ্ঞানের আলো অর্জন করে এবং আত্মকল্যাণ লাভ করে।

দিব্যদর্শন ট্রাস্ট

কুমারপাল বী. শাহ

অনুমোদন

প. পু. আচার্যদেব শ্রীমদ্ বিজয়জয়সুন্দরসুরিজী ম.সা.

যদি আমরা ধর্মীয় জগতের কথা মনে করি, তাহলে গত শতাব্দীতে পু. গুরুদেব শ্রী ভুবনভানুসুরি ম.সা. আমি স্মরণ না করে থাকতে পারি না।

হাজার হাজার বছর ধরে, জৈন ধর্মের ছবির মাধ্যমে ধর্মীয় বিষয় প্রকাশের একটি গর্বিত ঐতিহ্য রয়েছে। পুরো পাতাটি পড়ে যতটুকু মনে পড়ে না, তার মধ্যে একই ছবি দেখে তা মনে পড়ে যায়, আশ্চর্যের কিছু নেই।

প্রয়াত গুরুদেব শ্রী বহুবীর বলতেন যে তীর্থঙ্কর ভগবন্ত আজীবন বৈরাগী, তবুও “রাজীমতীকে ছেড়ে নেম সংযম নিয়েছে, চিত্রামন জিন জোবতে বৈরাগে মন ভীনা” এটি পার্শ্ব পঞ্চকল্যাণক পূজোর লাইন যারা পড়েছেন তাদের মনে আসবে ভগবান পার্শ্বনাথের মনও - “রাজীমতীকে ত্যাগ করে সংযম গ্রহণ করেন। নেমনাথ প্রভুজির চিত্রনাট্য দেখে, যিনি এটি গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন, তিনি বৈরাগ্য লাভ করে প্লাবিত হয়েছিলেন এবং প্লাবিত হয়েছিলেন।

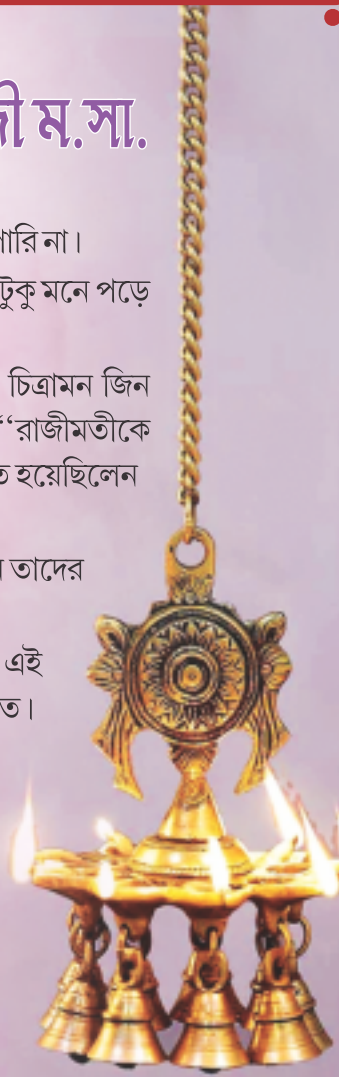
প্রাচীন ঋষি, মণীষি এবং ধার্মিক গৃহকর্তারা চিত্রপটে লাখ, লাখ টাকার মূল্যবান সময় সং ব্যবহার করে। যারা অবদান রেখেছেন তাদের সকলের কাছে আমরা ঋণী।

পূজ্যশ্রী একটি বিষয়ের জন্য খুবই দুঃখিত ছিলেন যে, আজকের যুগে অত্যন্ত কুৎসিত নোংরা বিকৃত নোংরা অপকর্মের ফলে। এই ছবিগুলি দেখে কোটি কোটি মানুষ পাপের গাঁটের স্তূপ বাঁধছে, তাহলে প্রজাদের ধর্ম এবং নীতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। চিত্রকলার শিক্ষার আর্ট গ্যালারি গ্রামে, গ্রামে এবং শহরে হওয়া উচিত, কিন্তু জৈনরা এখন এই দিকে। মনোযোগ প্রায়ই নগণ্য। জৈন এই কাজে খুব কম আগ্রহ দেখায়। সত্যিই যদি আমাদের তরুণ যুব সমাজ এটিকে সংস্কৃতিতে বেঁধে রাখতে চাই, তাহলে প্রতিটি তীর্থযাত্রায় ভালো আচার দান করার জন্য চিত্রশালা থাকা উচিত, যা অপরিহার্য।

পূজ্য শ্রী গুরুদেব, তার অস্তিত্বের সময় খুব ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, ধর্মীয় চিত্রকলার প্রস্তুতির সাথে জড়িত ছিলেন।

অনেক সময় দিয়েছিলেন ধর্মকিত্রয়াদের চিত্রাঙ্কন তাঁর কর্মের আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়।

পু. হেমরত্ন সুরিজী ম.সা. এবং পু. পন্যাস শ্রী সংযমবোধিবিজয়জী স. পূজ্যশ্রী এই ঐতিহ্য সুশ্রাবক কুমারপালভাইয়ের কাছ থেকে আমরা আশা করতে পারি যে তিনি শ্রদ্ধেয় স্বয়ং, গুরুদেবের জীবনের ঘটনাবলীর উপর তৈরি একটি সচিত্র বই পান। এটি একটি অমূল্য শ্রদ্ধা হিসেবে গণ্য হবে।



সিদ্ধান্তমহোদধি সুবিশালগচ্ছাধিপতি পূজ্য আচার্যদেব
শ্রীমদ্ বিজয় প্রেমসূরীশ্বরজী মহারাজ সাহেব





বিংশ শতাব্দীতে জিনশাসনের আকাশে সূর্যের মতো উজ্জ্বল এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ছিল-সংঘ চিন্তাবিদ, শাসন-সেবার অনেক কাজের নেতা, তপস্যা-ত্যাগ-তিতিক্ষমমূর্তি আচার্যদেব শ্রীমদ্ বিজয়ভূবনভানুশ্রীশ্রবজি ম.সা. পূজাশ্রীর ব্যক্তিত্বকে পুরোপুরি প্রকাশ করা কেবল খুব কঠিনই নয় বরং সম্ভবত অসম্ভব। এমনকি পূজাশ্রীর গুণাবলীর আংশিক প্রকাশের জন্যও শাস্ত্রের লেখাগুলো পূরণ করতে হবে। আসুন আমরা পূজ্য গুরুদেবের জীবন যাত্রার মুখ্য অংশগুলি এক ঝলকে দেখি।

- ❖ জন্ম - বি.সম্বত: ১৯৬৭, চৈত্র বদ-৬, দি. ১৯-৪-১৯১১, আহমেদাবাদ, শিক্ষা-G.D.A.-C.A. সমকক্ষ।
- ❖ দীক্ষা - সংবদ ১৯৯১, পৌষ সুদ-১২, দি. ১৬-১২-১৯৩৪, চাণস্মা, পোপট ভাই-এর সাথ।
- ❖ বড়দীক্ষা - সংবত ১৯৯১, মাঘ সুদ - ১০, চাণস্মা, প্রথম শিষ্য - পূ. মুনিরাজশ্রী পদ্মবিজয়শ্রী ম.সা. (পরে পংন্যাস)
- ❖ গুরুদেবশ্রী - সিদ্ধান্তমহোদধি প. পূ. আচার্যদেব শ্রীমদ্বিজয়প্রেমসুরীধরজী ম.সা.।
- ❖ গণিপদ - সং ২০১২, ফাল্গুন সুদ - ১১, দি ২২-২-১৯৫৬, পুনা, পন্যাসপদ - স, ২০১৫, বৈশাখ সুদ - ৬, দি. ২-৫-১৯৪৯, সুরেন্দ্রনগর।
- ❖ আচার্য্যপদ - সং ২০২৯, মগসর সুদ - ২, দি. ৯-১২-১৯৭২, আহমেদাবাদ।
- ❖ ১০০ অলির সমাপ্তি - সং ২০২৬, আশ্বিন সুদ ১৫, দি. ১৪-১০-১৯৭০ কলকাতা।
- ❖ ১০৮ অলির সমাপ্তি - সং ২০৩৫, ফাল্গুন বদ - ১৩, দি. ২৫-৩-১৯৭৯, মুম্বাই।
- ❖ স্বতন্ত্র গুণাবলী : আজীবন গুরুকুলভাস গ্রহণ, সংজ্ঞা, জ্ঞানস্ত বৈরাগ্য, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, কর্মের পরিশুদ্ধতা, উদাসীনতা, জ্ঞান, তপস্যা-তাগ-তিতিক্ষা, সংঘ বাৎসল্য, শ্রমনের জীবনের সৃষ্টি, তীক্ষ্ণ শাস্ত্রীয় প্রজ্ঞা।
- ❖ শাসনের উপযোগী সুনির্দিষ্ট কাজ : ধর্মীয় শিক্ষা শিবিরের মাধ্যমে যুবকদের মুক্তি, নির্দিষ্ট শিক্ষণ শৈলী এবং উপাদান সংগ্রহ শৈলীর বিকাশ, দর্শনের উপস্থাপনা এবং ছবির মাধ্যমে মহান পুরুষ ও মহিলাদের জীবন-চরিত্র, শিশু-দীক্ষা নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করা, কসাইখানায় তাল্লা দেওয়া, দিব্যদর্শন সাপ্তাহিকের মাধ্যমে জিন বাণী ছড়িয়ে দেওয়া, ইউনিয়ন এক্যের জন্য অসাধারণ প্রচেষ্টা, অনৈক্যের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, চরিত্র-শুদ্ধির আত্মত্যাগ, অমলনের ২৬টি যৌথ দীক্ষা, মালাদে ১৬টি দীক্ষা ৪০০টি দীক্ষা তাঁর নিজের হাতে দেওয়া হয়েছিল, আয়শ্বিল-এর দৃঢ়তা বিশেষ ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছিল।
- ❖ শৈল্পিক সর্জন : জৈন চিত্রাবলী, মহাবীর চরিত্র, প্রতীকমণসূত্র - চিত্র অ্যালবাম, গুজরাটি - হিন্দি বালপোথি, মহামানবদের জীবন চরিত্রের ১২ এবং ১৭টি ছবির দুটি সেট, কলিকালে সর্বজ্ঞ হেমচন্দ্রসুরি মহারাজের জীবনী - চিত্রকলার সেট, বামনবাড়াজিতে প্রভু মহাবীর চিত্র গ্যালারি, পিণ্ডবাড়াতে আচার্যদেব শ্রীমদ বিজয়প্রেমাসুরীধরজী ম. সা.-র জীবন, থাণা-মুনিসূত্রতস্বামী জিনালায় শ্রীপাল-ময়না-র জীবন-ছবি, ইত্যাদি।
- ❖ প্রিয় বিষয় : শাস্ত্র-স্বাধ্যায় ঘোষ, সাধু বাচনা, অষ্টাপদ পূজার প্রতি মগ্নতা, শ্রদ্ধার রহস্য অর্জন, দেবদ্রব্যাদীর শুদ্ধি, চাঁদের আলোয় লেখা, অসুস্থ অবস্থায়ও দাঁড়িয়ে থাকা, প্রতিক্রমণী ইত্যাদি ব্যবহার, জীবনের অনুপ্রেরণা, শিষ্য পরিবার থেকে অনুপ্রেরণা সংস্কৃত আকৃতির লেখাগুলি সম্পন্ন করা।
- ❖ তপ সাধনা : বর্ধমানের তপস্যার ১০৮ ওলি, ছট্টের পারগে ছট্ট, পর্বতারোহীদের ছট্ট, উপবাস, আয়শ্বিল আদি, ফল-বাদাম-মিষ্টি ইত্যাদি আজীবন ত্যাগ।
- ❖ চারিত্র পর্যায় - ৫৮ বর্ষ, আচার্য্য পদ পর্যায় - ২০ বর্ষ, কুল আয়ুয্য - ৮২ বর্ষ, কুল পুস্তক - ১১৪ এর বেশী।
- ❖ স্বহস্তে দীক্ষা প্রদান - ৪০০-এর বেশী। স্বহস্তে প্রতিষ্ঠা ২০, স্ব-নিদ্রায় উপধান - ২০, স্বহস্তে অঞ্জনশলাকা - ১২।
- ❖ মোট শিষ্য প্রশিক্ষণার্থীদের আনুগত্য পরিবার - ৪১৫, কালধর্ম - সং ২০৪৯, চৈত্র বদ - ১৩, দি. ১৯-৪-১৯৯৩, আহমেদাবাদ।

অরিহন্ত ভগবান



আমার ভগবান

তোমার ভগবান কে?

অরিহন্ত ভগবান। এগুলোকে তীর্থঙ্কর বলা হয়। একে জিনেশ্বরও বলা হয়। অরিহন্ত মানে দেবতাদের পূজা করার যোজ্ঞ। তীর্থঙ্কর মানে ধর্মতীর্থের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি জগতের সকল জীবকে রক্ষা করেন। জিনেশ্বর মানে তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে যারা আধ্যাত্মিক ত্রুটিগুলিকে আসক্তি এবং ঘৃণা জয় করে থাকেন। তিনি হলেন পরমাত্মা, পরম (শ্রেষ্ঠ) পুরুষ, এই তিন জগতের নাথ—পাতাললোক-মধ্যলোক এবং উর্দ্ধলোক, সুরাসুরেন্দ্র দ্বারা পূজিত। শ্রী আদিশ্বর, শ্রী শান্তিনাথ, শ্রী নমিনাথ, শ্রী পার্শ্বনাথ, শ্রী মহাবীরস্বামী চব্বিশ তীর্থঙ্কর হয়েছেন। এই চব্বিশ তীর্থঙ্করদের চৌব্বিসি বলা হয়। শ্রী আদিনাথ ভগবানের আগে অনন্ত চব্বিশ হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতেও অনন্ত চব্বিশ হবে।

আমাদের ভারত ক্ষেত্রের উত্তরে মহাবিদেহ ক্ষেত্র আছে, এখানে মোট ৫টি মহাবিদেহ আছে। এখানে শ্রী সিমন্ধরস্বামী ইত্যাদি ২০ জন বিহরমান (এখনও বিচরণ করছেন) তীর্থঙ্কর দেবতা বিদ্যমান আছেন। (সামনের ছবিটি দেখুন) তিনি রূপা, সোনা এবং রত্ন দিয়ে তৈরি তিনটি গড় যুক্ত স্বমবস্বরণে বসে ধর্ম প্রচার করেন এবং ধর্মের উপদেশ দেন। এখানে গণধারা এবং অন্যান্য ঋষিরা যেমন গৌতমস্বামী এবং ইন্দ্র, দেব, রাজা এবং অন্যান্যরাও সেখানে এসেছেন। সেখানে শহর ও বনের প্রাণীরাও মনে হয় জাতি ও বিদেহ ভুলে গেছে। প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব ভাষায় প্রভুর কণ্ঠস্বর শোনে, তাই সবাই তা বুঝতে পারে।

অরিহন্ত ভগবানের কোন রাগ নেই, কোন বিদেহ নেই, কোন হাসি নেই, কোন দুঃখ নেই, কোন আনন্দ বা উদ্বেগ নেই (দুঃখ)। এগুলো হচ্ছে বিভ্রান্তি। দীক্ষা গ্রহণ করে তপস্যা করে, তিনি ভোগ করেছেন। ভোগান্তিতে মোটেও বিচলিত না হয়ে, ধ্যানে মগ্ন থাকা, কর্ম বিনষ্ট করা এবং কেবলজ্ঞান (নিখুঁত জ্ঞান) অর্জন করা। এভাবে তিনি সর্বজ্ঞ হয়ে উঠলেন। তাঁরা সবাই অতীত কাল, বর্তমান কাল এবং ভবিষ্যৎ কালকে জানে। তিনি বিশ্বকে সত্য সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন, তিনি মুক্তির পথ অর্থাৎ ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি আত্মার প্রকৃত সুখের উপলব্ধি দিয়েছেন। (দেখুন - এটি সামনে ঈশ্বরের মন্দির। এতে তার মূর্তি আছে) তাকে পূজা-অর্চনা করলে অনেক পুণ্য পাওয়া যায়, পাপ ধুয়ে যায়। ভালো গতি পাওয়া যায় তাঁর নাম জপ করলে পুণ্যও বৃদ্ধি পায়।

জৈন ধর্মে ঐশ্বরিক সত্তা হওয়ার জন্য কাউকে বিশেষ চুক্তি দেওয়া হয়নি। যে কেউ অরিহন্ত, সিদ্ধ, জৈনশাসন, আচার্য এবং সাধুদের ভালভাবে পূজা করে, মহান ভক্তি করে বা সাম্যগ দর্শন, জ্ঞান, চরিত্র এবং তপস্যা এর প্রশংসনীয় অনুশীলন করে, হয় তীর্থ-সংঘের ব্যতিক্রমী সেবা করে-সমস্ত জীবকে নিয়ন্ত্রণ করতে, আইনগতভাবে লক্ষ লক্ষ নবকারমন্ত্র গণনা, সুরক্ষা-বৃদ্ধি, শাসনকে প্রভাবিত করে, ইত্যাদি জিনেশ্বরের দেবতাদের দ্বারা সম্পাদিত শুভ কর্তব্য দ্বারা, সেই নিখুঁত আত্মাও একজন তীর্থঙ্কর হতে পারেন।



আমার গুরু এবং পরমেশ্বর

নমো অরিহস্তানম্	নমো উবজ্জায়াণম্	সব্বপাবপনাসণো
নমো সিদ্ধাণম্	নমো লোএ সব্বসাহুণম্	মঙ্গলাণং চ সবেবসিম্
নমো আরিয়্যাণম্	এসো পঞ্চনমুস্কারো	পাচমম্হবইমঙ্গলম্

আমার গুরু কে?

সাধু-মুনিরাজ, এরা হলেন সত্যিকারের গুরু, কারণ তারা দুনিয়াদারী সংযুক্তি যেমন কাঞ্চন-কামিনী-মাল-মিষ্কিয়ত, আত্মীয়-স্বজন, হিংসাময় ঘরবাড়ি, পরিবার ইত্যাদি ছেড়ে দীক্ষা নিয়েছে। স্থূল বা সূক্ষ্ম (বড় বা ছোট) কোন প্রাণীকে হত্যা করবেন না, সামান্যতম অসত্যও বলবেন না, মালিকের কাছ থেকে না দিয়ে কিছু নেবেন না, সর্বদা সমস্ত নারীজাতিকে ত্যাগ করবেন (ব্রহ্মার্চ্য পালন), এমনকি রাখবেন না একক পয়সা (অর্থ) সম্পূর্ণ মালিকানা ত্যাগ এবং পাঁচটি মহাব্রত গগ্রহণ করেন। যারা সারা জীবন এই পাঁচটি বিনয় বজায় রাখেন।

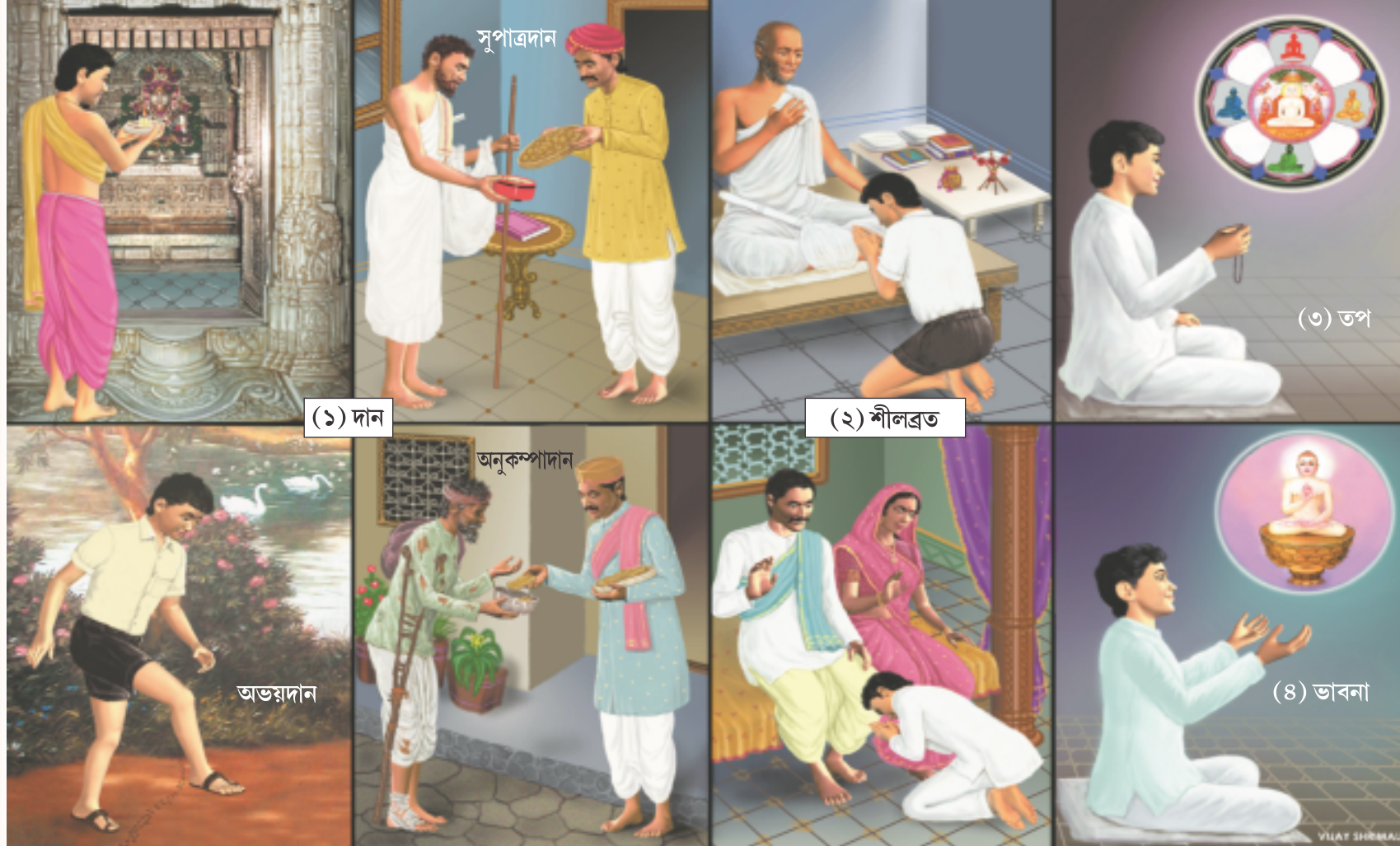
তারা এমনকি কাঁচা জল, আগুন, সবুজ গাছপালা, নারী, মেয়ে ইত্যাদি স্পর্শ করে না। এমনকি তারা মাঠ-ঘর-কুঁড়েঘরও রাখে না। তারা নিজহস্তে খাবার রান্না করেন না। অন্যের কাছ থেকে নিজের জন্য তৈরি খাবার নেয় না, নিজের জন্য তৈরি খাবার নেয় না, এমনকি তিনি টাকা পয়সার সম্পূর্ণ মালিকানা ত্যাগ করেন। তারা গৃহকর্তাদের ঘরে ঘরে একটু রান্না করা খাবার চেয়ে ভিক্ষা করে তাদের জীবিকা উপার্জন করে। তারা রাতে জলও নেয় না।

খালি পায়ে তারা গ্রাম থেকে গ্রামে হেঁটে যায়। দিনরাত ধর্মীয় কাজকর্ম করা, ধর্মগ্রন্থ পড়া, একসাথে বসবাস করা, তপস্বী বা বৃদ্ধ সাধুদের সেবা করা, তপস্যা করা, এই হল তাদের পুরো ঋষি জীবন ধারাবাহিক ধর্মচর্চার অঙ্গীকার করেন। (চিত্র-১ দেখুন)

তারা শুধু মানুষকে ধর্ম শিক্ষা দেয় এবং ব্যাখ্যা করে। তীর্থংকর ভগবানের কথিত নীতি প্রচার করেন। করুণা, দান, উপবাস, নিয়ম, ত্যাগ, তপস্যা, ঈশ্বর ও গুরুর প্রতি ভক্তি ইত্যাদি। এই গুরুগণ তিন প্রকারের - সব থেকে বড়ো আচার্য। তারা জৈন ধর্মকে রক্ষা করেন। তীর্থঙ্কর ভগবানের অুপস্থিতিতে তাদেরকে শাসনের রাজা হিসেবে গণ্য করা হয়। দ্বিতীয় উপাধ্যায় - তিনি সাধুদের শাস্ত্র শিক্ষা দেন এবং তৃতীয় সাধু - যাকে আচার্য উপাধ্যায় ভগবান ধর্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করান। তিনি ত্যাগী জীবন ও মোক্ষের সাধনা করেন। এই তিনটি গুরুদেব কর্মের ধ্বংস (ধ্বংস) দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করেন, তারপর তারা নিখুঁত ঈশ্বর হন।

(১) অরিহস্ত (২) সিদ্ধ (৩) আচার্য (৪) উপাধ্যায় এবং (৫) সাধু। এই পাঁচজনকে পরমেশ্বরী বলা হয় (তাদেরকে পরমেশ্বরীও বলা হয়)। তাকে নমস্কার করার সূত্র হল নবকার মন্ত্র - নমস্কার মহামন্ত্র। যদি একবার নবকারকে মনোযোগ দিয়ে গণনা করা হয় (উত্তম মনোভাবের সাথে, একাগ্রতার সাথে), তাহলে পাপকর্মগুলি - যা একটি খুব বড় গোষ্ঠীতে পড়ে আছে (৭০ কোটি, × ১ কোটি সাগরোপমের চমৎকার অবস্থায় থেকে অল্প সময়ের জন্য) যেটাও চিরন্তন, সেই ৫০০ সাগরোপম বছরের মধ্যে অনেক কর্মফল ভেঙে গেছে, (১ সাগরোপম অর্থাৎ অগণিত বছর) একটা নবকারবালি অর্থাৎ ১২ নবকার ছয় হাজার সাগরোপমের কর্ম বিরতি হয় এবং একপাক্ষী নবকারবালি অর্থাৎ ১০৮ নবকার গণনা করে ৫৪ হাজার সাগরোপম অনেক কর্মসম্পূর্ণ কক্ষয় করে দেয়। সাবধানে নবকার গণনা করার জন্য, উপরের পদগুলি পড়ে গণনা করা উচিত।

ধর্ম



১২

ধর্ম

ধর্ম করলে আপনি অনেক সুখ পাবেন। যখন আপনি পাপ করেন, তখন আপনাকে অনেক কষ্ট করতে হয়। একজনকে কুকুর, বিড়াল, পোকামাকড়, মাকড়সা হতে হয়, পাপ করে একজনকে অসুরের হাতে নরকে অনেক কষ্ট করতে হয়। যেখানে ধর্ম পালন করে আত্মার বিকাশ হয়, সেখানে সমতলে দেবতা থাকতে পারে এবং মোক্ষ লাভ হয়। তাহলে আর দুঃখ নেই, শুধু সুখ আর শুধুই সুখ।

সর্বজ্ঞ বীতরাগ ভগবান বলেছেন এটাই প্রকৃত ধর্ম। তিনি চার ধরনের ধর্মের উপদেশ দিয়েছেন। দান, শীল, তপ এবং ভাব।

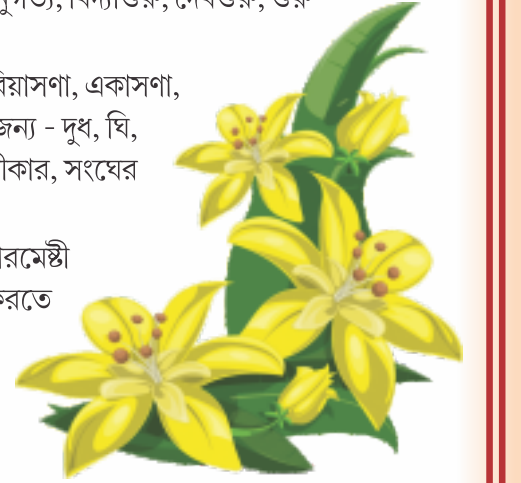
- (১) ঈশ্বরের উপাসনা-ভক্তি-দুধ (জল), চন্দন, কেসর, ফুল, ধূপ, ঘি, চাল (অক্ষত), ফল এবং নৈবেদ্য (মিষ্টি, বাতাসা, মিছরি ইত্যাদি) প্রদান করা।
- (২) ঋষি-মুনিরাজকে বহরানা : খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ ইত্যাদি দেওয়া।
- (৩) ভিক্ষুক-লুণ্ঠ-খোঁড়া-অন্ধ ইত্যাদিকে খাদ্য ও পানীয় দেওয়া, ঠাণ্ডায় তাদের রক্ষা করার জন্য কাপড় ইত্যাদি দেওয়া।
- (৪) কীট-পোকামাকড় ইত্যাদির মত কোন জীবকে হত্যা করবেন না - সুরক্ষা প্রদান করবেন। তার জন্য নিচের দিকে তাকিয়ে চলা প্রয়োজন।
- (৫) ধর্মীয় কাজে অর্থ প্রদান (মন্দির-উপাশ্রয় তৈরিতে), ধর্মীয় ভক্তি, শিবির-পাঠশালা ইত্যাদিতে।
- (৬) অন্যদের ধর্মীয় জ্ঞান দেওয়া, তাদের সাহায্য করা।

বিনয় ধর্মে : ব্রহ্মচার্য, পুণ্য, উপবাসের নিয়ম (বাধা) ভাগাভাগি, সুদেব-সুগুরুসুধর্মের প্রতি অটল বিশ্বাস, পিতামাতার আনুগত্য, বিদ্যাগুরু, দেবগুরু, গুরু ইত্যাদি।

তপ ধর্মে : নবকারশী (সূর্যোদয় থেকে ৪৮ মিনিট পরে, মুষ্টি দিয়ে নবকার গণনা এবং খাওয়া বা প্রাতঃরাশ), পোরসি, বিয়াসণা, একাসণা, আয়শ্বিল, উপবাস ইত্যাদি শক্তি অনুযায়ী করুন। উনোদরি-আপনার ক্ষুধার চেয়ে কম খাওয়া, আপনার মনকে দুর্বল করার জন্য - দুধ, ঘি, মিষ্টি ইত্যাদি ছেড়ে দিন। ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে সমতার সঙ্গে ভোগ করা, ধর্মীয় অধ্যয়ন করা (স্বাধ্যায়)। গুরুর সামনে পাপ স্বীকার, সংঘের সেবা, ধ্যান, এই সবই তপস্যা অন্তর্ভুক্ত। যতটুকু করতে পারেন তা করুন।

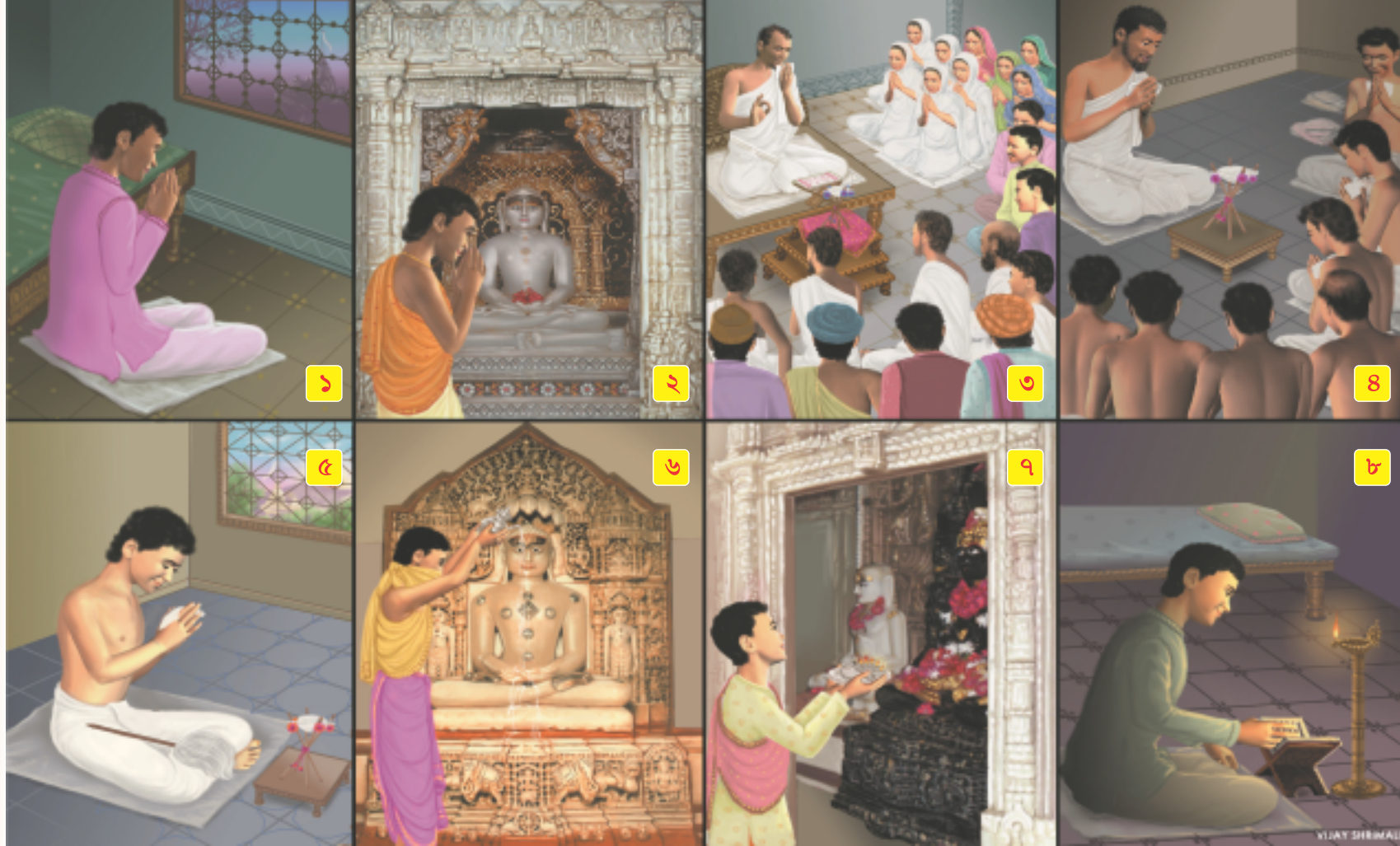
ভাব ধর্মে : ভালো অনুভূতি থাকা, যেমন, ওহ! এই পৃথিবী নিরর্থক, দেহ ও মায়া সবই নষ্ট, ধর্মই মূল। অরিস্ত ইত্যাদি পরমেষ্ঠী সত্য নক্ষত্র, সকল জীব আমার বন্ধু, সবাই পাপ থেকে রক্ষা পেতে পারে, সকলেই সুখী হতে পারে, সকল জীবই মোক্ষ লাভ করতে পারে। আমি আত্মা, শরীর ইত্যাদি সবই আমার থেকে আলাদা।

অহিংসা, সংযম এবং কঠোরতা - এগুলিই প্রধান ধর্ম। ধর্মের মূল শিকড় হল সম্প্রীতি। সম্যকত্ব অর্থাৎ অরিস্ত, এই আমার ঈশ্বর, তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা এবং সত্যিকারের ঋষি ও গুরুর পথ এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা বজায় রাখুন।



১৩

দিনচর্যা



১৪

৪

উপাসকদের প্রতিদিনকার জীবনচর্চা

৪

খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা ঘুম থেকে ওঠার সাথে সাথে “নমো অরিহংতাং” বলা। বিছানা ছেড়ে শান্ত মন নিয়ে বসে থেকে ৭-৮ নবকার গণনা। তারপর ভাবুন আমি কে? আমি জৈন মনুষ্য এবং অন্যান্য জীবের চেয়ে বেশি উন্নত, এজন্যই আমার কেবল ভাল ধর্ম করা উচিত। এখন তার জন্য একটি ভালো সুযোগ।

উঠে বাবা - মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করুন। তারপর প্রতিক্রমণ, যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে সাময়িক করুন। যদি সে এমনকি যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে সূত্রটি “সকল তীর্থ” বলার মাধ্যমে সমস্ত তীর্থযাত্রার পূজা করে এবং “ভরহেসর” সঞ্জায় বলে আত্মাদের মনে রাখবেন। রাতের পাপের জন্য মিচ্ছামি দুক্কড়ম বলা। পরে অন্তত নবকারসীর নিয়ম (পঞ্চাংখান) গ্রহণ করুন। যদি কোনো উৎসবের তারিখ থাকে, তাহলে শক্তি অনুযায়ী বিয়াসনা, একাসন, আয়ম্বিল ইত্যাদি নিয়ম (পঞ্চাংখান) করুন।

ভগবনের দর্শনের জন্য মন্দিরে যান। সেখানে প্রভুর গুণাবলী এবং অনুগ্রহগুলি স্মরণ করুন। আশ্রয়স্থল পরিদর্শন করুন এবং গুরু মহারাজকে বন্দনা করুন। সুখের জন্য জিজ্ঞাসা করুন। নির্ধারিত, ভাত ও জলের সুবিধা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করুন।

সূর্যোদয় থেকে ৪৮ মিনিট পরে, নবকারশীর নিয়ম (পঞ্চাংখান) অতিক্রম করতে পারে। ১/৪ দিন শেষে, ১/৪ + ১/৮ দিন চলে যায়, তাহলে কেউ পুরিমুড্ড পচক্ষনের মধ্য দিয়ে যেতে পারে।

নরকে যাওয়ার জন্য ১০০ বছরের পাপগুলি নষ্ট হয়। পোরিসী থেকে ১০০০ বছর, সাটপোরিসী থেকে দশ হাজার বছর, পুরিমুড্ড বা বিয়াসনা লক্ষ বছরের পাপ ভেঙ্গে দেয়।

সবসময় স্নান এবং পরিষ্কার কাপড় পরার পর ঈশ্বরের উপাসনা করুন। পূজা (ভক্তি) ছাড়া কোন খাবার গ্রহণ করা উচিত নয়। যদি পূজার জন্য সম্ভব হয়, তাহলে পূজার উপকরণ (দুধ, চন্দন, কেসর, ধূপ, ফুল, প্রদীপ, বরক, আগ্নির অন্যান্য উপাদান, চাউল, ফল, নৈবেদ্য ইত্যাদি) বাড়ি থেকে নেওয়া উচিত।

যদি গুরু ভগবন্ত গ্রামে বসে থাকেন, তাহলে গুরু মহারাজের বক্তৃতা এবং উপদেশ শুনুন। প্রভুর কণ্ঠ শুনে সত্যিকারের জ্ঞানপড়া পাওয়া যায়, ভালো লাগা বাড়ে, জীবন ভালো হয়।

সন্ধ্যায়, সূর্যাস্তের আগে, খাবার গ্রহণ করা উচিত। উপাসকদের একটি পাপ রাত্রিকালীন ভোজন সমর্থনযোগ্য নয়। খাবারের পর মন্দিরে যান। ধূপ-পূজা, আরতি করুন। সন্ধ্যায় প্রতিক্রমণ করুন। তারপর ধর্মীয় বই পড়ুন। প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া, কখনো মিথ্যা বলবেন না, কখনো চুরি করবেন না, নিন্দা করবেন না, বিড়ি-সিগারেট খাবেন না, জুয়া খেলবেন না, ঝগড়া করবেন না, জীবের প্রতি দয়া বজায় রাখুন, পরোপকার করে

১৫

মন্দির বিধি



১৬

জিনমন্দির (দহেরাসর) পদ্ধতি

যেখানেই আপনার বিতরাগ ভগবন্তের ঐশ্বরিক এবং মহৎ মূর্তি আছে, সেখানে তাকে জিনমন্দির বলা হয়। প্রভুর মূর্তি আমাদের প্রভুর রূপের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রতিদিন জৈনদের ভাবসহযোগে জিনমন্দির পরিদর্শন করা উচিত। জিন মন্দিরে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেই রোজকার উপকার পাওয়া যায়। তাই খুব উৎসাহ নিয়ে মন্দির যান। হাঁটতে হাঁটতে, পোকামাকড় এবং অন্যান্য প্রাণী যাতে মারা যায় না, তারজন্য আপনি নীচের দিকে তাকিয়ে হাঁটুন।

জিনালয়ের চূড়া দেখে দুই হাত ভাঁজ করে মাথাটা একটু নিচু করে বলবেন, “নমো জিণাগাম”? বলতে হবে একইভাবে, যখনই আপনি মন্দির থেকে বের হবেন, তখন এভাবে ‘নমো জিণাগাম’ বলুন।

জিনমন্দিরে প্রবেশ করার সময় পৃথিবীর কাজ ও চিন্তাভাবনা বন্ধ করতে “নিশীহি” বলা। তারপর, (ঈশ্বরের চার অথবা প্রভুর ঠিক) এবং তিনটি প্রদক্ষিণ (প্রভুকে মাঝখানে রাখা এবং বৃত্তাকার আকারে প্রভুর প্রদক্ষিণ করা) করুন, এতে সংসরের ভ্রমণ মিটে যাবে।

তারপর প্রভুর সামনে অর্ধেক বাঁকে প্রণাম, ঈশ্বরের মুখ দেখার সময় “নমো জিণাগাম” বলে, প্রণাম করুন। তারপর একটি গদগদ ভাবে (প্রভুর প্রতি ভক্তিতে ভরা) প্রভুর জন্য ভাল স্তুতি বলুন এবং অনুভব করুন যে “ওহ! এমন সুন্দর প্রভুর আরাধনা করার সৌভাগ্য আমি পেয়েছি, যিনি পৃথিবীর দুঃখকে বিনাশ করেন, এমনকি কল্পবৃক্ষকেও পরাজিত করেন। তারপর ধূপ-দীপ সহকারে চৈত্যবন্দন করুন।

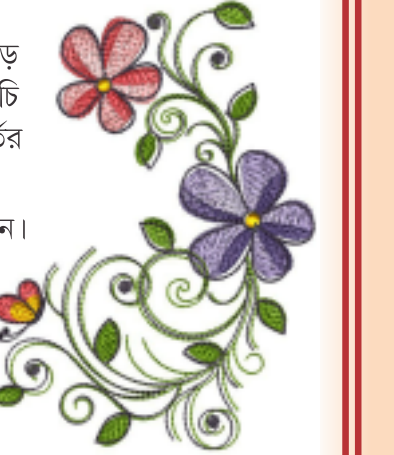
স্নান করে এবং পূজার কাপড় পরে এবং স্তুতি করার পর, আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকুন এবং কেসর নিন। তিলক (ভাইদের জন্য বাদাম আকৃতির তিলক এবং বোনদের জন্য গোল তিলক) করুন (প্রভুর উপাসনা ব্যতীত অন্য কাজ ত্যাগের ক্ষেত্রে) দ্বিতীয় “নিসীহি” বলে গর্ভগৃহে প্রবেশ।

ময়ূরের পুচ্ছ-পালক দিয়ে তৈরী ব্রাশ দিয়ে প্রভুর মূর্তির উপর বোলান, যাতে জীব-জন্তু দূরে চলে যায়। তারপর একটি বড় কাপড় (কেসরপোথো-কেশর কাপড়) জলে ভিজিয়ে রাখুন এবং মূর্তির উপর থেকে বাসি কেসর খুলে নিন। কেসর কোণ থেকে বের হয় না, বালকুটি দিয়ে আলতো করে পরিষ্কার করুন। তারপর দুই হাতে কলশ ধরুন এবং অভিষেক করুন। পরিষ্কার-শুকনো (নরম) কাপড় দিয়ে প্রভুর মূর্তির তিনটি অঙ্গ লুছনা দিয়ে অংগ মুছুন।

তারপর প্রভুর মূর্তি চন্দনের প্রলেপ দিন। কেসর-চন্দন দিয়ে নয়টি অঙ্গের তিলক। যদি কাজ থাকে তাহলে লেগে থাকুন। বাদলা-সিন্ধু-ফুল-সোনা-রূপা-হীরার অলংকার দিয়ে প্রভুর অঙ্গ ঢাকুন (প্রতিমার সৌন্দর্যায়ন)। ফুল চড়ান তারপর গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে আসা, প্রভুর সামনে অবস্থান করা, তাঁর জন্মবার্ষিকী উদযাপন, বিরাগের অবস্থা, দীক্ষা, জীবন, তপস্যা, তীর্থঙ্কর অবস্থা ইত্যাদি। ধূপ-প্রদীপ দিন। চামর, পাখা, আয়না ইত্যাদি ধরতে হবে।

তারপর চাল (অক্ষত) দিয়ে স্বস্তিক তৈরী করতে হবে, ফল, নৈবেদ্য ইত্যাদি অর্পণ করার পর, ভক্তিমূলক উপাসনা ব্যতীত অন্যান্য কর্মের পরিত্যাগের জন্য, তৃতীয় ‘নিসীহি’ বলার মাধ্যমে চৈত্যবন্দন করতে হবে। ঘণ্টা বাজাতে হবে।

১৭





(১) জুয়া (২) মাংস খাওয়া (৩) মদ (৪) পতিতাবৃত্তি (৫) শিকার (৬) চুরি এবং (৭) পরস্পর কাছে যাওয়া — এই ৭ আসক্তি (অশুভ কাজ) এই যারা মহাপাপকে বাঁধবে, তাদেরকে নরকে নিয়ে যাবে। জৈনদের এই সমস্ত বাধা এবং নিয়ম দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হওয়া উচিত। নিয়ম ব্যতীত (পাপ না করলেও) পাপকর্ম আবদ্ধ হতে হয়।

জৈনরা অখাদ্য খেতে পারে না কারণ এতে অনেক সূক্ষ্ম এবং যা দেখা যায় না (ধীরে চলা) প্রাণী রয়েছে। এটি খেলে অনেক পাপ হয়, বুদ্ধি ক্ষয় হয়, ভালো দায়িত্ব পালন করা যায় না। ফলস্বরূপ, একজনকে এই পৃথিবীতে এবং পরকালেও খুব দুঃখী ও অসুখী হতে হয়। মাংস, মদ, মধু এবং মাখন (বাটার মিক্স থেকে বের করার পর মাখন) অখাদ্য হিসেবে গণ্য হয়। কন্দ-মূল, কান্দ (কেল) ছত্রাক ইত্যাদিও অখাদ্য, কারণ এতে রয়েছে অসীম জীব। এ ছাড়া, বাসি খাবার, আচার (জেলের অংশের সাথে আচার), কাঁচা দই-মাখনের সঙ্গে দ্বিদল ইত্যাদি, দুইটি রাতের পর, বাটার মিক্স এবং বরফ, আইস-ক্রিম, কুলফি ইত্যাদিও অখাদ্য হিসেবে গণ্য হতে পারে। এমনকি রাতের খাবারও খেতে পারে না।

(চিত্র-১) এতে একটি মাংস খাওয়ার জন্য গরু আছে এবং কসাই দ্বারা জবাই করা হচ্ছে।

(চিত্র-২) মদ খেয়ে মানুষ নরদমার মধ্যে শুয়ে আছে, কুকুর তার খোলা মুখে প্রস্রাব করে।

(চিত্র-৩) অসংখ্য প্রাণী মধু (মৌচাক) এ লেগে থাকে এবং মারা যায়। মাছিরা এতে বিষ ইত্যাদির অপবিত্র গুঁড়ি নিয়ে আসে। মধু আহরণকারীরা ধোঁয়া ফুঁকানোর পর একটি বস্তায় (বড় ব্যাগ) মধু রাখে, এতে অনেক মাছি মারা যায়।

(চিত্র-৪) মাখনের মধ্যে, একই রঙের অসংখ্য প্রাণী (রঙ) একটি মাইক্রোস্কোপ দ্বারা দেখানো হয়।

(চিত্র-৫) কাক, পেঁচা, বিড়াল, বাদুড় ইত্যাদি আছে যারা রাতে খায়। হোটেল খোলা খাদ্য ভেজাল হতে পারে - এজন্য আপনি হোটেল, লরি, ধাবাতে থাকবেন না। ফাস্টফুড ইত্যাদি খাবেন না।

(চিত্র-৬) গরম না করা দই, মাখন বা দুধ, এতে অসংখ্য অণুজীব সৃষ্টি হয়। একইভাবে, বাসি নরম পুরি, রুটি, খোয়া ইত্যাদি এবং রোদে গরম না করে আচার এবং দুই রাতের বেশি সময় ধরে দই অসংখ্য অণুজীবের জন্ম হয়।

অতএব, এরা সকলেই অখাদ্য হয়ে যায় এবং খাওয়া যায় না। আর আলু, পেঁয়াজ, আলু, আদা, রসুন মুলা, গাজর, মিষ্টি আলু ইত্যাদিতে প্রতিটি কণায় রয়েছে অসংখ্য জীব বেগুন ইত্যাদিও অখাদ্য। আদ্রতা থেকে উৎপন্ন খাকড়া, পাপড় ইত্যাদিতেও ফুসকুড়ি সৃষ্টি হয় এবং এটিও অনন্তকায়। তাই এটিও অখাদ্য।



জীব শরীরের সাথে



মৃত শরীর



জীব



আমরা কারা? আমরা জৈন। ‘জৈন’? সেই জৈনরা জিনেশ্বর ভগবানকে গ্রহণ করেছে। তারা বলেছিল সবাই (এটা মনের পছন্দ নয়, সবকিছু) জৈনদের বিশ্বাস। আমরা জৈন, তারপর ‘হাম’ মানে ওহ! অন্যথায় এটা কঠিন। ‘হাম’ মানে শরীর অন্যথায় এটা কঠিন। আমরা অর্থাৎ জীব-আত্মা-চেতন। দেহের জ্ঞান নেই, আত্মার জ্ঞান থাকতে পারে।

আমাদের সুখ এবং দুঃখ আছে, আমাদের জ্ঞান আছে, আমরা বুঝি, আমরা রাগ করি, আমাদের গর্ব আছে, আমাদের ক্ষমা করার প্রবণতা আছে এবং নম্রতা আছে। আমাদের ইচ্ছা আছে, চিন্তা আসে, - কার কাছে এই সব ঘটে? আত্মার কাছে, দেহের কাছে নয়। যদি শরীর সব হয়, তাহলে মৃতদেরও সেখানে থাকা উচিত, কিন্তু তাদের কোন অনুভূতি নেই। কারণ সেখানে একটি দেহ আছে, আত্মা নেই।

এর মধ্যে, পূর্ববর্তী জন্মের ক্রিয়া এবং সংস্কারের কারণে কতগুলি হতে পারে। অতএব, অনুরূপ পরিস্থিতিতেও, সুখ এবং দুঃখ, রাগ, ক্ষমা ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শরীর পুতুল-মাটির তৈরি। এর কিছুই তার সাথে ঘটে না। তার কোন সুখ নেই, দুঃখ নেই, জ্ঞান নেই, ইচ্ছা বা অনুভূতি ইত্যাদি নেই। এর কোনটি কি মৃতদের সাথে ঘটে? অতএব শরীর নিজেই একটি জীবন্ত সত্ত্বা নয়। আমাদের সুখ-দুঃখ ইত্যাদি আছে। এজন্যই আমরা জীবিত প্রাণী, আমরা দেহে বন্দী আত্মা (খাঁচায় বন্দী পাখির মত)।

জীবকে চোখ দিয়ে দেখতে হয়, সে দেখে, চক্ষু নিজে দেখে না। আত্মা তার হাত, না নাড়ায় বা শরীরকে নাড়াচাড়া করে যদি সে নিজেকে মনে করে, অন্যথায় সে অসহায় থেকে যায়। অতএব আত্মা শরীর থেকে স্বাধীন। স্বতন্ত্র, স্বাধীন।

প্রতিটি জগতে শরীর নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। আত্মাকে ভূতের মতো আটকে আছে, কিন্তু আত্মা অনাদিকাল থেকে এই পৃথিবীতে বিচরণ করে আসছে। এজন্যই কেউ আগের জন্মের কথা মনে রাখে। আমাদের আত্মা, গাছ - গাছপালা, জল, বাতাস, কীটপতঙ্গ, পশু-পাখি ইত্যাদি অবতারে এসেছে, অসীম সময় পরিদর্শন করার পর, অর্থাৎ এভাবেই তৈরী হয়।

আমরা এই মানব দেহটি পেয়েছি, এটিও সকল মানুষের মতো মুক্তি পেতে চলেছে (অর্থাৎ আমরাও মরতে যাচ্ছি) এবং তারপর আত্মাকে পরম স্থানে কোথাও যেতে হবে। অতএব এই দেহকে ইন্দ্রিয়ের সাথে সংযুক্ত করা উচিত নয়। এইজন্য এই শরীরকে, ইন্দ্রিয়গুলির প্রতি আসক্তি বা মোহ রাখা উচিত নয়। এর জন্য কাউকে পাপ করা উচিত নয়। পাপ করে আত্মাকে দারিদ্র্যের মধ্যে যেতে হয়। পাপের ফল ভোগ করতে হয়।

জীবের পটস্থান



জীবের ছয় স্থান

তীর্থঙ্কর ভগবান বলেন—

- (১) শরীর একটি জীবন্ত সত্তা নয়। দেহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আত্মা, একটি স্বাধীন ব্যক্তি (তত্ত্ব)। যেমন কারো শরীরে ভূত থাকে, একইভাবে আত্মা দেহে বন্দী থাকে। আত্মা যখন হাত উঁচু করে, তখন তা উন্নত হয়।
- (২) আত্মা আজকের নয়, এটি সর্বদা জীবিত, এটি চিরন্তন। গাছ, গাছপালা, জল, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি ইত্যাদি চিরন্তন দেহে বন্দী হওয়া এবং সেখান থেকে জীবিত হওয়া আজ এসে গেছে। এটা থেকে ফিরে যাচ্ছি ... কোথায়? সেই কর্মফল গ্রহণ কর।
- (৩) দেহে বন্দী হওয়ার কারণ - আত্মা এই ধরনের ক্রিয়া সম্পাদন করেছে। আত্মা ভাল এবং খারাপ কাজের দাতা। হিংসা, অসত্য, সম্পদ আহরণ, আরম্ভ-সমারম্ভ প্রভৃতি পাপ করে কেউ কর্মে বাধা দেয়। যতদিন কর্মের বন্ধন থাকবে ততদিন পৃথিবীতে বিচরণের প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।
- (৪) আত্মাও কর্মফল ভোগকারী। আত্মাকে তার কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। কেউ নিজের কর্ম থেকে সুখ এবং দুঃখ পায়। ভালো কাজ সুখ এনে দেয় আর পাপ কাজ দুঃখ বয়ে আনে। পুণ্যকর্ম উপভোগ করার জন্য মানব জগতে বা স্বর্গে যেতে হবে এবং পাপকর্মের অভিজ্ঞতা পেতে হলে নরকে যেতে হবে।
- (৫) কেউ চিরকালের জন্য কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বহু কারাগারে বন্দিদের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারে। যদি সমস্ত কর্ম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই মোক্ষ লাভ করা যাবে। তাহলে কর্মফল কখনই হয় না। একজনকে পৃথিবীতে ঘুরতে হবে না। দেব-নরক-মানুষ-তির্য্যাক এই পুরোনো চারটি গতিক্রিয়ায় একটিতেও জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ ভোগ করতে হয় না।
- (৬) **মোক্ষ** : চিরকাল পৃথিবী থেকে মুক্ত এবং চিরন্তন জ্ঞান-দর্শনে পরিপূর্ণ, চিরকালীন আনন্দে পরিপূর্ণ। এইরূপ মোক্ষ লাভের জন্য সকলরকম কর্ম নষ্ট করা উচিত। এর উপায় কি?

জিন কারণে কর্মের বন্ধন আছে, বিপরীত কারণে, অর্থাৎ, ভক্তি, তপস্যা, তত্ত্ব, শাসন, দান, পুণ্য, শাস্ত্র শোনা, অহিংসা, সত্য, নীতি, ভাগ করা, প্রতিক্রমণ, শাস্ত্রপালন, পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি।

এই ছয়টিকে সমতার জায়গা বলা হয়। (১) আত্মা, (২) চিরন্তন, (৩) কর্মকর্তা, (৪) কর্ম উপভোগকারী, (৫) এর পরিত্রাণ, (৬) পরিত্রাণের মাধ্যম।



৯ জীব কত প্রকারের হয়?

জীব দুই প্রকার হয়।

(১) সংসারী এবং (২) মুক্ত (মোক্ষ)।

সংসারী মানে যারা চার প্রকারে ভ্রমণ করে, কর্মে আবদ্ধ, শরীরে বন্দী। মুক্ত মানে সংসার থেকে মুক্তি - কর্ম ও শরীর ছাড়া।

পার্থিব প্রাণী দুই প্রকার - (১) স্থাবর এবং (২) ত্রস।

স্থাবর মানে স্থিতিশীল - যে নিজের শরীরকে একটুও নাড়াতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, উদ্ভিদ এবং পরজীবী।

ত্রস তাদের বিপরীত - তারা স্বেচ্ছায় ধীরে সুস্থে চলাফেরা করতে পারে। যেমন পোকামাকড়, মাকড়সা, মশা ইত্যাদি।

স্থাবর জীবের মধ্যে কেবল একটি স্পর্শকাতর ইন্দ্রিয় (শুধুমাত্র ত্বক) আছে।

এভাবে, জীবের একাধিক দেহ অর্থাৎ দুই থেকে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। এর মধ্যে প্রতিটি ধারণা যে ক্রমে বৃদ্ধি পায়, তা বুঝতে আপনার জিহ্বা থেকে কান পর্যন্ত দেখুন। ত্বক + জিহ্বা (স্পর্শন + রসন) ইন্দ্রিয়গ্রন্থের কাছে, নাক এবং ইন্দ্রিয়দৃষ্টির কাছে জীবন বেশি, চোখ (চোখ) কোয়ারিইন্দ্রিয়ার কাছে বেশি, কান (কান) পাঁচটি ইন্দ্রিয়ার কাছে বেশি।

পাঁচ ধরনের এককেন্দ্রিক স্থাবর জীব—

(১) পৃথ্বীকায় - (মাটি, পাথর, ধাতু, মণি ইত্যাদি) (২) অপকায় - (জল, বরফ, বাষ্প ইত্যাদি) (৩) তেউকায় - (আগুন, বিদ্যুৎ, প্রদীপের আলো ইত্যাদি) (৪) বায়ুকায় - (বাতাস, পাখা, এসির শীতল বাতাস ইত্যাদি) (৫) বনস্পতিকায় - (গাছ, সুপারি, সবজি, ফল, ফুল, শ্যাওলা ইত্যাদি) এগুলি সবই একক - সংবেদনশীল।

বেহীন্দ্রিয় - কোড়ী, শঙ্খ, কেঁচো, জেঁক, কৃমি ইত্যাদি। তেহীন্দ্রিয় - পোকামাকড়, ছাড়পোকা, মশা, কৃমি, ঘৃণ ইত্যাদি। চতুরীন্দ্রিয় - ভোঁমরা, মশা, মাছি, মৌমাছি, বিচ্ছু ইত্যাদি। পঞ্চীন্দ্রিয় - নরক, তির্যচ, মানুষ, দেব। নরক - অনেক পাপকর্মের সঞ্চয়ের কারণে, একজনকে দৈত্যদের হাত থেকে ক্রমাগত কষ্ট ভোগ করতে হয়। তিন ধরনের তির্যচ রয়েছে - জলজ, স্থল এবং সামুদ্রিক।

জলচর - পানিতে বসবাস - মাছ, কুমির ইত্যাদি।

স্থলচর - স্থল বিচরণকারী - টিকটিকি, সাপ, বাঘ-সিংহ ইত্যাদি বন্য প্রাণী এবং গরু-কুকুর ইত্যাদি শহুরে প্রাণী।

নভচর - আকাশে উড়ছে - তোতা, পায়রা, পাখি, ময়ূর, বাদুড়। মনুষ্য - নিজের মত।

দেব - যদি অনেক পুণ্যকর্ম সংগ্রহ করা হয়, তাহলে আমরা দেবলোকে সুখের উপাদান নিয়ে ধন্য হতে পারি।



তামার সাথে মিশ্রিত সোনা হালকা দেখাচ্ছে, তবুও স্বর্ণ নিজেই ভিতরে বিগুহ। একইভাবে, আত্মা, যদিও এটি নিজের শুদ্ধ, তার মধ্যে জড় কর্ম-রাজের অন্তর্ভুক্তির কারণে অপবিত্র থাকে। তার আসল রূপে রয়েছে অসীম জ্ঞানের গুণাবলী ইত্যাদি, আছে শক্তি। কিন্তু যখন তারা কর্মের আবরণ দ্বারা আবৃত হয়, তখন এর রূপ কলঙ্কিত হয়ে যায়। অতএব আত্মার জাল রূপ আবির্ভূত হয়েছে। যদি আত্মাকে সূর্যের মতো মনে করা হয়, তাহলে তার আট ধরনের গুণ আছে যার নাম আলো। আট ধরনের মেঘ সূর্যের উপর আসতে পারে, একইভাবে আত্মার উপর আট ধরনের কর্মের মতো মেঘ আসে, আলো আচ্ছাদিত এবং এটি দিয়ে মিথ্যা স্তরগুলি জীবের উপর দাঁড়িয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ, অসীম জ্ঞানের কারণে (সর্বজ্ঞান) আত্মার মধ্যে জ্ঞানের কাজ, অজ্ঞতা, মূর্খতা, প্রতিবন্ধকতা, ভুলে যাওয়া প্রকৃতি ইত্যাদির দ্বারা বজায় থাকে। সামনের ছবিতে, আত্মার ভেতরের রূপটি কতটা মহৎ (অর্থাৎ তার নিজের) বলা হয়েছে। কিন্তু আজ, কর্মের মেঘে ঘেরা, আপনি কীভাবে মিশ্র রূপের হয়ে গেলেন? এটি নীচের বন্ধনীতে স্পষ্ট।

জীবনের রূপ	কার্মিক মেঘ বা আচ্ছাদিত করে রাখে	নকল জীবনমাগন
(১) অনন্ত জ্ঞান	(১) জ্ঞাত কর্ম	(১) অজ্ঞান, মন্দ, মূর্খ, জড়, ভুলে যাওয়া
(২) অনন্ত দর্শন	(২) দৃষ্টান্তমূলক কর্ম	(২) চোখ নেই ইত্যাদি। অর্থাৎ অন্ধ, বধির, লুনা এবং নিদ্রিত প্রকার।
(৩) সম্যগদর্শন	(৩) মোহনীয় কাজ	(৩) মিথ্যাচারী, অহংকার, রাগ, হিংসা, কাম, ক্রোধ...
(৪) অনন্ত বীৰ্যাদি	(৪) অন্তরাইকর্ম	(৪) দুর্বলতা, কৃপণতা, দারিদ্রতা, পরাধীনতা...
(৫) অনন্ত সুখ	(৫) দুঃখজনক কাজ	(৫) সুখ, কষ্ট, পীড়া, দুঃখ
(৬) অমরত্ব	(৬) আয়ুষকর্ম	(৬) জন্ম, জীবন, মৃত্যু
(৭) অপ্রীতিকর	(৭) নামকর্ম	(৭) নারকীয় গতি, এককেন্দ্রিক শরীর, রূপ, যশ, অপযশ, সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্যাদি...
(৮) অগুরু-লঘুপতা	(৮) গোত্রকর্ম	(৮) উচ্চবংশ নীচবংশ

ঈশ্বর কর্তা নয়, কর্মই কর্তা



২৮

১১

জীব, কর্ম, ঈশ্বর

১২

জীব কে সৃষ্টি করেছে? পৃথিবী কে তৈরি করেছে?

জীবন নতুন সৃষ্টি হয় না। এটি অনাদিকাল থেকে আকাশের মতো (যার কোন শুরু নেই, এটি চিরন্তন)। আত্মার কর্ম তার নতুন দেহ তৈরি করে, কিন্তু কোন ঈশ্বর আত্মা সৃষ্টি করেন না। একটি নতুন দেহ গঠিত হয়, আত্মা নিজেই পুরানো হয়।

পৃথিবী কি? শুধু জমি নয়, পাহাড়, নদী, গাছ ইত্যাদি। এটা কি? এককোষী জীবের দেহ। এবং সেগুলোও জীবের কৃতকর্মের দ্বারা তৈরি, কোন ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্টি নয়, তাহলে দেহ গঠনকারী কর্মের অর্থ কি? কর্ম এছাড়াও একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার। (চিত্র দেখুন। নং ১, ২, ৩) বাতাস ঘরে ধুলো আনেন, কল ঘুরিয়ে দেন বা লোহা টানেন? না! এইভাবে, জীবের কর্মটি আত্মার উপর শরীরের পাদদেশগুলি আটকে দেয়। এমন কোন ব্রহ্মা নেই যিনি বাকি দেহ সৃষ্টি করেছেন। (চিত্র-৪)

কর্ম বিভিন্ন গতিতে আত্মাকে প্রভাবিত করে। বরঞ্চ আত্মার জন্য দুঃখ এবং দুঃখের উপায় নিয়ে আসে। জীবকে দুঃখী করে তোলে। এই সব করার কোন ঈশ্বর নেই। কিন্তু কর্ম আছে। (চিত্র-৫)

ক্রিয়া দ্বারা নতুন দেহ সৃষ্টি হয়, কর্ম দ্বারা সম্পদ, কর্ম দ্বারা অর্থ, কর্ম দ্বারা সম্পদ, কর্ম দ্বারা অসুস্থতা, কর্ম দ্বারা বন্ধন, কর্ম দ্বারা মৃত্যু ইত্যাদি।

এই কাজগুলো কোথা থেকে এসেছে? জীবকে ঈশ্বরের ভক্তিতে নিমজ্জিত হওয়া উচিত, বিচ্ছিন্নতা, জ্ঞান, দান, দয়া, ভালবাসা ইত্যাদিতে লিপ্ত হওয়া উচিত, যখন ভাল কাজ (পুণ্য) তাকে আঁকড়ে ধরে।

জীব হিংসা, অসত্য (মিথ্যা), চুরি, রঙ, সম্পদ সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা, বা সংগৃহীত দোয়া রাখার অসচেতনতা ইত্যাদি দ্বারা মুগ্ধ।

প্রদীপের উপরের কণা তার আলোকে আটকে রাখে, একইভাবে জীবের কর্মফল জ্ঞান, সুখ, শক্তি ইত্যাদি দেয়।

কিন্তু গুরুদেবের শিক্ষা অনুসারে ধর্ম করণ, চারিত্র নিন এবং খুব ভাল আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্ম-অধ্যয়ন, তপস্যা ইত্যাদি করণ তাদের প্রভাব নিন, সমস্ত কর্ম ধ্বংস হয়ে যায় এবং আত্মা নিজেই শিব, সিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত পরমাত্মা হয়ে ওঠে, অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেছে (ছবি-৬)

২৯



পালিতানা জৈন তীর্থ



- ১। এই তীর্থের স্পর্শ পাওয়া মাত্রই তিনলোকের দর্শন পাওয়া যায়।
- ২। গীরীরাজ-এর প্রতিদিন আরাধনা করলেই যেখানে যেখানে কেবল জ্ঞানী ও সাধুদেরই নির্বাণ করা হয়েছে, সেই সমস্ত স্থান স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূজিত হয়।
- ৩। অষ্টাপদ, সম্মতশীখরজী, পাওয়াপুরী, গিরনার, চম্পাপুরী ইত্যাদি তীর্থের দর্শন করলে তার থেকে ১০০ গুণ অধিক ফল পাওয়া যায় এই তীর্থ দর্শন করলে।
- ৪। শক্রঞ্জয় নদীতে যাঁরা স্নান করেন তাঁরা ভব্যাশ্রয় হয়ে যায়।
- ৫। এখানে পূজা করলে ১০০ গুণ ফল, প্রতিমা স্থাপন করলে ১০০০ গুণ, এবং তীর্থের রক্ষা করলে অনন্ত গুণ ফল পাওয়া যায়।
- ৬। দেবকী-র ছয় পুত্র, জদব পুত্র, শু-ব্রত শেঠ, মণ্ডক মুণী, শৈলক মুণী এই তীর্থ দর্শন করে মুক্তি পেয়েছেন।
- ৭। ঋষভ দেব প্রভু এই তীর্থে ৯৯ পূর্ববার এসেছিলেন।
- ৮। এখানকার রায়ন বৃক্ষের প্রতি পাতায়, প্রতি ফল, কাণ্ডে দেবতারা বসবাস করেন।
- ৯। সিদ্ধগীরীর পবিত্র ভূমিতে কোনো এক মুনিকে দান করলে দশ কোটি ভক্তকে ভোজন করানোর চেয়েও বেশী লাভ পাওয়া যায়।

৩০

শ্রী গিরনারজি জৈন তীর্থ



- তীর্থধিরাজ শক্রঞ্জয় মহাতীর্থের গৌরব যেমন সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করা অসম্ভব, তেমনি শক্রঞ্জয় মহাতীর্থের পঞ্চম শিখর গিরনার মহাতীর্থের গৌরব বর্ণনা করা অসম্ভব, অতীতের মহাপুরুষগণ এর মহিমা বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থে এই গিরনার মহাতীর্থ যা দেখানো হয়েছে, তার কিছু অংশ এখানে বলার চেষ্টা করা হয়েছে।
- ১। যেখানে শেষ চব্বিশের মধ্যে দশজন তীর্থঙ্কর পরমাত্মার কাছে মোক্ষ লাভ করেছেন, সেখানে এমন মহাতীর্থ মানে শ্রীগিরনার মহাতীর্থ।
 - ২। যেখানে বর্তমান চব্বিশের মধ্যে বাইশতম শ্রীনেমিনাথ পরমাত্মার তিনটি কল্যানক ঘটেছে, সেইরূপ মহাতীর্থ মানে শ্রীগিরনার মহাতীর্থ।
 - ৩। যে চব্বিশের তীর্থঙ্কর আসবেন তারা মোক্ষ লাভের জন্য ধারণা করতে চলেছেন, এমন মহাতীর্থ মানে শ্রীগিরনার মহাতীর্থ।
 - ৪। বর্তমান বিশ্বে যেখানে সর্বপ্রাচীন শ্রীনেমিনাথ ভগবানের প্রতিমা বিরাজমান সেখানে এমন মহাতীর্থ মানে শ্রীগিরনার মহাতীর্থ।
 - ৫। যেখানে অসীম তীর্থঙ্করের দিব্য দীক্ষা, কেবলজ্ঞান এবং মোক্ষ ছিল কল্যানক এবং ঘটতে চলেছে, সেখানে এমন মহাতীর্থ মানে শ্রীগিরনার মহাতীর্থ।
 - ৬। তীর্থযাত্রার প্রভাব কৃষ্ণ মহারাজ তীর্থঙ্কর নামে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন, এমন মহাতীর্থ মানে শ্রী গিরনার মহাতীর্থ।
 - ৭। এই ধরনের মহাতীর্থ মানে শ্রীগিরনার মহাতীর্থ, যা শক্রঞ্জয় এবং শক্রঞ্জয়ের পঞ্চম সোনার চূড়ার সমান।
 - ৮। এই ধরনের মহাতীর্থ মানে শ্রীগিরনার মহাতীর্থ, যার রূপ স্বর্গলোক, পাতাললোক এবং মৃত্যুলোকের সমস্ত সুর, অসুর এবং রাজারা পূজা করে।

শ্রী সাম্মেত শিখরজী জৈন তীর্থ



- বিশটি তীর্থঙ্করের নির্বাণ ভূমি, শ্রী সম্মেত শিখরজি প্রত্যেক জৈন বিশ্বাসীর বিশ্বাসের কেন্দ্র।
- এই তীর্থধিরাজের কাছ থেকে বিশজন তীর্থঙ্কর পরমাত্মা কোটি কোটি আত্মাসহ মুক্তির পদ লাভ করেছেন।
- একের পর এক এই তীর্থধিরাজের দর্শন কোটি নার্সারীর ভাগ্য নিয়ে যায়।
- তীর্থধিরাজ, যার প্রতিটি পরমাণু সর্বনিম্ন, তিনি কেবল জৈন পর্বতের বিশ্বাসের কেন্দ্রই নয়, সেইসাথে জৈনদের শ্রদ্ধার কেন্দ্রও। এ সময় জৈনতর (অজয়ন)ও দর্শন করতে আসেন। এই মন্দিরের দ্বিতীয় নামও বিখ্যাত “পারশনাথ পাহাড়”।

শক্রঞ্জয়, গিরনারজি, তারঙ্গা, কেশরিয়াজি, আবুজি, শিখরজি এবং রাজগৃহের পাঁচটি পাহাড় মুঘল সম্রাট আকবর 1649 সালের বিক্রম সংবত ১২-৪-১৫৯২ তারিখে শ্বেতাশ্বরজৈন জগৎগুরু শ্রী হীরসুরিশ্বরজী ম. একটি ডিগ্রি দ্বারা তাকে উপস্থাপন করা হয়।

৩১

রীজু বালিকা জৈন তীর্থ



শ্রীমহাবীরস্বামীর কেবলজ্ঞান ভূমি

ভগবান শ্রীমহাবীর প্রভু ভ্রমণ করতে করতে সাড়ে বারো বছর পনের দিনের তপস্যা শেষ করে, ভগবান শ্রীমহাবীর প্রভু রিজুবালিকা নদীর পাশে যুস্ক নামে একটি গ্রামে আসেন। যুস্ক রিজুবালিকা নদীর ধারের একটি গ্রাম। এই অঞ্চলটি ছিল শামক নামের এক গৃহস্থের। তার ভূমিতে শ্রীমহাবীর প্রভু একটি শাল গাছের নীচে গোদোহিকা আসনে বসে ছট উপবাস (তপস্যা) করেন। শ্রীমহাবীর প্রভু এই তপস্যা করে বৈশাখ মাসের শুক্ল দশমীতে কেবলজ্ঞান প্রাপ্ত করেন। তখন থেকে এই ভূমি শ্রীমহাবীরস্বামী কেবলজ্ঞান কল্যাণক নামে প্রসিদ্ধ হল। এইখান থেকে সম্মেতশিখরজী তীর্থ ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।



দেখুন, সামনের ছবিতে (১), জীবটিকে একটি হ্রদ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হ্রদে এমন পরিষ্কার পানি আছে, কিন্তু ড্রেনের মধ্য দিয়ে আবর্জনা জমেছে, আবর্জনা পচা হয়ে গেছে। এটিকে দুটি রঙের বিভাগ রয়েছে। একটু আবর্জনা দেখতে ভালো, একটু খারাপ।

(ছবি-২) এখন যদি ড্রেন বন্ধ থাকে, তাহলে নতুন আবর্জনা আসে না এবং যদি উপরে থেকে চূর্ণ ঢেলে দেওয়া হয়, তাহলে আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত, যখন সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়, হ্রদটি বিশুদ্ধ জলে ভরা থাকে। (ছবি-৩)

(১) এটি এখন আপনার আত্মার অবস্থা। এটিকে সুখের আকারে বিশুদ্ধ জ্ঞান, দর্শন এবং জল রয়েছে।

(২) কিন্তু কর্মগত বর্জ্য এতে জমা হয়েছে। এই কর্মটি জীবিত।

(৩) কর্মেরও দুটি বিভাগ রয়েছে। সেই গুণ যা ভালো ফল দেয় (সুখ)।

(৪) যে পাপ খারাপ ফল দেয় (কষ্ট) সেই পাপ।

(৫) যে কর্মগুলি ছিদ্রপথে প্রবেশ করে তা হল আশ্রব।

ইন্দ্রিয়ের অধীনতা (চোখ, নাক, কান, জিহ্বা যা খুশি তা করতে - টিভি, হোটেল, মাতাল গান শোনা ইত্যাদি। হিংসা আদি অব্রত (বাধাপূর্বক পাপ ত্যাগ করে না), কষায় ইত্যাদি আস্রব।

(৬) আস্রব - নালী বন্ধ করা সেই মানত করার জন্য ব্রত। অর্থাৎ ভালো অনুভূতি, সামাজিকতা, অহিংসা, ক্ষমা ইত্যাদি হল ব্রত।

(৭) যে চূর্ণ পুরাতন কর্মকে ধ্বংস করে তা হল নির্জরা-তপস্যা, স্ব-অধ্যয়ন, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি।

(৮) জাগতিক আত্মার সাথে সেই বন্ধন কর্মের সাথে একসাথে থাকে।

(৯) যতই সমস্ত কর্ম ধ্বংস হয়ে যায়, আত্মা নিজেকে কেবল জ্ঞান, কেবলদর্শন, অনন্ত সুখ, সেই মোক্ষ হিসাবে প্রকাশ করে। অর্থাৎ, যখন আত্মা তার আসল রূপ লাভ করে, সেটাই মোক্ষ।

(১) জীব (২) অজীব (৩) পুণ্য (৪) পাপ (৫) আস্রব (৬) সম্বর (৭) নির্জরা (৮) বন্ধন এবং (৯) মোক্ষ, তীর্থঙ্কর ভগবান যেরকম বলেছেন, ঐরকম মানতে হবে। যাঁদের প্রতি তাঁর অবিশ্বাস্য, দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাঁরা সমকীত-সম্যকত্ব-সম্যকদর্শন লাভ করেছেন বলে জানা যায়।

যখন সম্যকতা আসে, পরিত্রাণ নিশ্চিত।

পুণ্য এবং পাপ



১৩ পুণ্য এবং পাপ

এই জগতে জীবের ইচ্ছানুসারে কিছু হয় না? চেষ্টা করেও কেন আপনি কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পান না? হঠাৎ দুর্যোগ কেন? দুটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সংযোগ হওয়ার পরও কেউ লাভবান হয় আবার কারোর ক্ষতি হয়, কিন্তু কেন? একজন সুখে আছে আর একজন দুঃখী, কেন? বলুন, এ সবই পাপ ও পুণ্যের খেলা। কর্ম (ভাগ্য) দু'রকম—প্রথমটি আচ্ছা (শুভ-দুঃখ দাতা) এবং দ্বিতীয়টি (অশুভ-দুঃখ দাতা) আচ্ছা-কর্ম পুণ্য, খারাপ কর্ম পাপ। পুণ্য জীবকে সুখ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রিয়/পছন্দসই প্রদান করে, ভাল জ্ঞান দেয়। পাপ ব্যাথা দেয়, কষ্ট দেয়, উন্মাদনা দেয়।

উপরের প্রথম ছবিতে, সেটাই, ড্রাই ফুটস-মিষ্টি, খুব ভালো ব্যবসা, বাংলা, মোটর, শক্তিশালী মজবুত শরীর এবং দেব-বিমান দেখা যায়। এই সব যদি পুণ্য থাকে তাহলে আপনি এটি পান।

দ্বিতীয় ছবিতে - ষাঁড়কে একটি ভারী বোঝা বইতে হচ্ছে এবং চাবুক, শ্রম, দুর্বলতা, ভাঙ্গিপানা (আবজর্না বহন করতে হয়), একজন শক্তিশালী লোকের লাথি, চেষ্টা করেও শিক্ষার কোন লাভ হয় না, জেল এবং নরক এই সব দৃশ্যমান। এটি অতীতে করা একটি পাপের ফল। এই ধরনের কর্মের মোট ১৫৮টি পার্থক্য রয়েছে। তার মধ্যে ... শাভাবেন্দনীয় নামের গুণে সুস্থাস্থ্য পাওয়া যায়। উচ্চ গোত্রের দ্বারা, একজন ভাল উচ্চ পরিবারে জন্ম নেয়। দেবায়ুষ্য ও মনুষ্যযুষ্য-পুণ্য থেকে দেবতা ও মানুষ আছে। ভালো নাম-কর্ম ভালো গতি, ভালো রূপ, ভালো গঠন, খ্যাতি ও সৌভাগ্য (জনপ্রিয়তা, জন স্বীকৃতি) ইত্যাদি দেয়। দুঃখ, যন্ত্রণা, রোগ আসে পাপী পাপ থেকে। একজন কম গোত্র থেকে চামার-ভাঙ্গির বংশে জন্মগ্রহণ করে। অশুভ নাম-কর্মগুলি উদ্বেগের দিকে নিয়ে যায়, কৃমি হয়ে যায়, অসম্মান হয়, অপমান হয় ইত্যাদি। জ্ঞান জ্ঞানের পাপ থেকে আসে না, এবং স্মৃতি অর্জন করা হয় না। অশুভ বুদ্ধি, ক্রোধ, অহংকার, লোভের মতো ত্রুটিগুলি একটি পাপী পাপের কারণে হয়। অন্তরাই পাপ থেকে কাঙ্ক্ষিত পায় না এবং সেগুলি উপভোগও করতে পারে না, দুর্বলতা আছে ইত্যাদি।

পুণ্যকর্মকে বেঁধে রাখার প্রতিকার : যোগ্য সাধকদের দান, পুণ্য ইত্যাদি, পুণ্যবানদের অনুমোদন, ঈশ্বরের প্রশংসা-ভক্তি ইত্যাদি, দয়া, নিয়ম, তপস্যা, ক্ষমা রাখা, সত্য কথা বলা, নীতি অনুসরণ করা, ভাল চিন্তাধারা এবং ভাল আচরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

পাপকর্ম বাঁধার কারণ : দেব, গুরু এবং ধর্মের সমালোচনা-দুর্নীতি, ইন্দ্রিয়ের বস্তু নিয়ে অসন্তুষ্টি (ভাল দেখতে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা পাওয়ার তাগিদ) শিকার, উকুন, কন্দ, হোটেল ইত্যাদি অখাদ্য খাওয়া, রাতের খাবার ইত্যাদি।



পুণ্য-পাপ অর্থাৎ শুভ-অশুভ কর্ম জীবের মধ্যে কে নিয়ে আসে? আশ্রব। যেমন ধুলো কাপড়ে তেলের দাগ লেগে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে আশ্রবের কারণে আত্মার উপর কর্মের ধুলো লেগে যায়, অথবা যেন আত্মার ঘরে জানালা আছে, যেখান থেকে কর্মের ধুলো বসার ঘরে প্রবেশ করে। আশ্রব যেন আধান একটি গর্ত যার মধ্য দিয়ে কর্মের ধুলো আত্মাকে পূর্ণ করে। (ছবি দেখো)

অথবা পাঠ ১৪ এর ছবি অনুসারে, আশ্রব যেন প্রধান নালী, যেমন ঘরের নালী নোংরা জল বার করে দেয়, নালীটি আবর্জনা হ্রদে নিয়ে আসে, একইভাবে ইন্দ্রিয় ইত্যাদি কর্ম বর্জ্য সংগ্রহ করে আধান জীবের মধ্যে।

আশ্রব প্রধান পাঁচটি—(১) ইন্দ্রিয় (২) কষায় (৩) অরত (৪) যোগ এবং (৫) ক্রিয়া।

(১) নিজের চোখ, জিহ্বা, কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলি রাগ এবং বিদ্বেষের সাথে জড় বস্তুর দিকে ছুটে যায় (ভাল এবং খারাপ বিবেচনা করে) এবং তৎক্ষণাৎ কর্মের দল আত্মাকে আঁকড়ে ধরে।

(২) যদি আমরা রাগী, গর্বিত, প্রতারক বা লোভী হই, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কর্ম আত্মার উপর লেগে যায়। এগুলোকেই বলা হয় কষায়।

একইভাবে, হাস্যরস (ঠাট্টা করে বা স্বাভাবিকভাবে), দুঃখ, আনন্দ (আনন্দ), অনুশোচনা, ভয়, দুর্গন্ধ ইত্যাদি বা তুচ্ছ, ঈর্ষা, হিংসা, প্রেম, যৌন-লালসা ইত্যাদি এটা শাস্ত্রে বোঝা যায়।

(৩) এমনকি যদি কখনও হিংসা নাও করে, মিথ্যা বলবে না, চুরি করবে না, পরস্পরীতে লিপ্ত হবে না, বা খুব বেশি অর্থ ও সম্পদ করবে না, কিন্তু যদি “আমি এটা কখনো করব না”। যদি এইরকম উপবাস করা না হয়, তাহলে তাকে বলা হবে অরত-অবিরত আশ্রব। পাপকর্ম না করার পরেও কর্মফল আবদ্ধ। ঠিক তেমনি যদি আপনি একটি বাড়ির মালিক হন এমনকি যদি আপনি এটি ব্যবহার না করেন, তাহলে আপনাকে কর দিতে হবে, একইভাবে, যদি আপনি কোন পাপ নাও করেন, পাপ করার অপেক্ষা করা পাপকে আবদ্ধ করে।

(৪) তাদের মন দিয়ে চিন্তা, কথার সাথে কথা এবং শরীরের সাথে কাজ, যে ‘যোগ’ একটি চোখ। এর মধ্যে রয়েছে চিন্তা করা, কথা বলা, হাত-পা নাড়ানো, হাঁটা এবং দৌড়ানো ইত্যাদি।

(৫) আশ্রব ক্রিয়ায় মিথ্যা বলার প্রয়াস আছে ইত্যাদি। এখানে ২৫ ধরনের ক্রিয়া আছে যা গুরুত্বপূর্ণ থেকে শেখা যায়।

এগুলি কর্মগত বন্ধনের সাধারণ কারণ। তারপর প্রতিটি কর্মেরও বিভিন্ন ইচ্ছা আছে। উদাহরণস্বরূপ, জ্ঞান-জ্ঞানী, বই ইত্যাদি জ্ঞানের কর্মকে আবদ্ধ করে। আত্মার করুণা পবিত্র গুণাবলী ইত্যাদিকে আবদ্ধ করে। দেব, গুরু এবং ধর্মের প্রতি অনুরাগ, পাপের প্রতি ঘৃণা এবং ধর্মীয় কাজকর্ম সবই শুভ বিষয়।



আশ্ববের দ্বারা আগ্নার মধ্যে কর্ম আটকে থাকে, যা যা আশ্বকে দেখে, বন্ধ করে, কর্মকে আটকে রাখার প্রবৃত্তি থাকে তাকেই সংবর বলা হয়। এই ধরনের ক্রিয়া রোধ করার মানত প্রধানত ৭টি।

(১) সমিতি, (২) গুপ্তি, (৩) পরিসহ, (৪) যতিধর্ম, (৫) ভাবনা এবং (৬) চারিত্র।

(১) সমিতি অর্থাৎ ভাল-যত্নশীল প্রবণতা। যেমন—(ক) হাঁটার সময় প্রাণীটি যেন মারা না যায় সেদিকে খেয়াল রাখা, (খ) হিংস্রভাবে কথা বলা বা মিথ্যা বলা থেকে সাবধান হওয়া। (গ) হিংসা-ছলনা-অহংকার ইত্যাদি, খাওয়া-দাওয়া ছাড়া, ইত্যাদি, জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান পাওয়া এবং এর সাবধানে ব্যবহার। সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত যে (ঘ) বস্তু গ্রহণ ও রাখা বা (ঙ) মলমূত্র বর্জন ইত্যাদির মধ্যেও জীবকে রক্ষা করা।

(২) গুপ্তি মানে অশুভ (খারাপ-নিকৃষ্ট) চিন্তাভাবনা, কথাবার্তা এবং আচরণ বন্ধ করা এবং ভাল চিন্তাভাবনা, বক্তৃতা এবং আচরণে লিপ্ত হওয়া।

(৩) পরিসহ মানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ঠান্ডা-তাপ, নৃত্য-মশা, রোগ-ব্যথা, অজ্ঞতা ইত্যাদি কর্ম ধ্বংসে সহায়ক হওয়া এবং শান্তিপূর্ণভাবে সহ্য করা, একইভাবে, এতে কোন অহং বা আনন্দ নেই আতিথেয়তা, স্মার্টনেস ইত্যাদিতে কোন অহং বা আনন্দ নেই।

(৪) যতি-ধর্ম মানে ঋষিদের জীবনে সহজাতভাবে পূণ্যপূর্ণ আচরণ। তিনি ১০ প্রকার—(১) ক্ষমা (২) নম্রতা (বিনয়ী হওয়া), (৩) সরলতা, (৪) অ-সংযুক্ত (উপাদান বা কাকতালীয়ভাবে সংযুক্ত নয়), (৫) সত্য, (৬) সংযম, (৭) কঠোরতা, (৮) ত্যাগ, (৯) অপরিগ্রহ (প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপাদান না থাকা) এবং (১০) ব্রহ্মচার্য্য এই উপাদানগুলি যেমন জীবনে জমা হতে থাকে, তেমনি কর্মও আসবে এবং যাবে।

(৫) ভাল চিন্তা যা বিচ্ছিন্নতা, ভক্তি, উদারতা ইত্যাদি গুণাবলী তৈরি করে উদাহরণস্বরূপ, জগতের সমস্ত সমস্যা পচনশীল, ঈশ্বর-গুরু এবং ধর্ম ছাড়া জীবনের কোন আশ্রয় নেই, পৃথিবী অদ্ভুত এবং নিরর্থক ইত্যাদি। শাস্ত্রে অনিত্য, আশাহীন ১২, বন্ধুত্ব ইত্যাদি ৪ এবং অন্য অনেক ধরনের অনুভূতি বলা আছে।

(৬) চারিত্র মানে হিংসা ইত্যাদি পাপ প্রবণতা ত্যাগ করা।

ভগবানের প্রতি ভক্তিমূলক সেবা, জিনসাসনের সেবা ইত্যাদিতে যোগদান করে, পার্থিব পাপ প্রবণতাগুলিকে যতটা সম্ভব প্রমাণে সজ্জিত বলা হয়।

নির্জরা



নির্জরা

একটি নতুন কর্ম বন্ধনকে আটকে দেয় কিন্তু পুরানো বাঁধা কর্মের কী হবে?

কার সাথে তারা ধ্বংস হবে? নির্জরা পুরানো বাঁধা কর্মকে ক্ষয় করে।

তপস্যা দ্বারা কর্ম ধ্বংস হয়, এজন্যই এখানে আপনাকে বাইরে এবং ভিতরে কঠোরতা নিতে হবে।

বাহ্যিক তপস্যায় কি গণনা করা হয়? নিম্নলিখিতগুলি বাহ্যিক তপের মধ্যে পড়ে।

- (১) **উপোস** : অর্থাৎ, পচখানার পূর্বে খাদ্যের সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিত্যাগের আকারে (অঙ্গীকার) উপোস বা আংশিক উপবাস, আয়শ্বিল, একাসনা। ইত্যাদি...
- (২) **উনোদরিকা** : যতটা খিদে আছে তার থেকে কম খাওয়া (অর্ধেক বা আরো কম)।
- (৩) **বৃত্তিসংক্ষেপ** : খাবারের সংখ্যার সংক্ষিপ্তকরণ - হ্রাস (আমি এর চেয়ে বেশি ব্যবহার করি না... এইভাবে)।
- (৪) **রস-ত্যাগ** : দুধ-দহী-ঘি, তেল, গুড়, চিনি, এই সমস্ত কিছু অথবা কোন একটা ত্যাগ।
- (৫) **কায়-ক্লেশ** : ধর্ম-কর্মের যত্নগণা সহ্য করা। উদাহরণস্বরূপ, ঋষিরা নিজের পায়ে হাঁটেন, স্থিতিস্থাপকতা পান, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কায়োৎসর্গ করেন, রোদে দাঁড়িয়ে থাকেন, শীতে খোলা শরীর ধ্যানের অনুশীলন করেন ইত্যাদি।
- (৬) **সততা** : মন-শব্দ-শরীরকে স্থির রাখতে। উদাহরণস্বরূপ, নীরবতা, আকাঙ্ক্ষা বা আবেগকে দমন করা ইত্যাদি।

অভ্যন্তর তপ থেকে কী আসে?

- (১) **প্রায়শ্চিত্ত** : গুরুর সামনে খোলা চিন্তে পাপ স্বীকার করে, তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তপস্যা করা ইত্যাদি।
- (২) **বিনয়** : দেব, গুরু, জ্ঞান ইত্যাদির গর্ব এবং ভক্তি।
- (৩) **বৈয়াবচ্চ** : সংঘ, সাধু ইত্যাদির সেবা। তাতেও শিশু, বৃদ্ধ, গ্লান (অসুস্থ) তপস্বী ইত্যাদি বিশেষ সেবা করা।
- (৪) **স্বাধ্যায়** : ধর্মীয় - পড়া, শেখানো, শাস্ত্র মুখস্থ করা ইত্যাদি।
- (৫) **ধ্যান** : একাগ্র মন নিয়ে, তীর্থঙ্করদের আদেশের চিন্তা, কর্মের শুভ ও অশুভ ফলাফল, ক্রোধ ও ঘৃণার অসুবিদা, পৃথিবীর অবস্থা (জগতের রূপ) ইত্যাদি।
- (৬) **কায়োৎসর্গ** : হাত দীর্ঘ এবং নীরবে রেখে ধ্যানে স্থির থাকা।

এই বারো প্রকারের তপস্যাগুলির মধ্যে যেকোনো একটা যতটা সম্ভব করা উচিত, যাতে অসংখ্য কর্ম পুদুগলের সমুহের নাম। যদি কর্মফল ভাঙার লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় তপস্যা করা হয়, তাহলে ফল নির্জরা হয়ে যায় এবং অন্যটি কামনা বা নির্ভরতার কারণে বা ক্ষুধার্ত হয়ে নির্জরা হয়ে যায়। সাকাম নির্জরায়, কর্মের প্রচুর ক্ষতি হয় এবং শীঘ্রই কেউ পরিত্রাণ পায় এবং পরম্পরা থেকে মুক্তি পায়।



যেমন একজন বন্দীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিচে নামানো হয়, তেমনি পার্থিব প্রাণীরা চারদিক থেকে কর্মে আবদ্ধ থাকে। অতএব এটিকে শরীরের বন্দী অবস্থায় (কারাগারে) আটকে রাখতে হবে, চার গতিতে ভ্রমণ করতে হবে। একটি ভাল অনুভূতির সাথে, পুণ্যমূলক কাজের (স্বর্গের বন্ধন) একটি বন্ধন আছে, এবং একটি খারাপ অনুভূতির সাথে পাপকর্মের (একটি লোহার বন্ধন) একটি বন্ধন রয়েছে। উভয়ই আত্মাকে বন্দী করে রাখে।

যখন একটি লোহার বল উত্তপ্ত হয়, আগুন এক হয়ে যায়, যখন পানি দুধের সাথে মিশে যায়, উভয়ই এক হয়ে যায়, একইভাবে আত্মার ক্রিয়াও এক হয়ে যায়। কর্মের সংমিশ্রণের সাথে, কর্মের প্রকৃতি (এটি প্রকৃতি এবং জীবের উপর প্রভাব ফেলবে), সময় (স্থিতি - এটি কতক্ষণ স্থায়ী হবে?), তীক্ষ্ণ মেজাজের রস (এর প্রভাব কতটা হবে? একে বলা হয় প্রকৃতিবন্ধ, শিথিলীবন্ধ, সম্বন্ধ এবং অঞ্চলসমূহ।

যদি লাড্ডু শুকনো আদা দিয়ে তৈরি হয় (শুকনো আদা, গুড়, ঘি ইত্যাদি মিশিয়ে), তাহলে এর প্রকৃতি (প্রকৃতি) যেমন, বায়ু (গ্যাস) অপসারণ করার জন্য, এর অবস্থা এমন একটি দিনের জন্য থাকবে এবং তারপর এটি খারাপ হবে, এর রস তিক্ত-মিষ্টি এবং এতে 50-100 গ্রাম একটি গুচ্ছের মতো। এইভাবে, কর্মের বন্ধনের সময়, কিভাবে কর্মফল বাঁধা হয়, সেই অনুযায়ী, কর্মের একটি বিভাজন হওয়া, কারও স্বভাব জ্ঞান রোধ করা, কারো সত-দিশা (আনন্দ-অসুখীতা) দেওয়া, তারপর কারও (সংযুক্তি-ভয়-মিথ্যা ইত্যাদি) এটি সম্পন্ন করার মূল প্রকৃতি স্থির করা হবে এবং এই (তাই এবং তাই) কর্ম-অণুর একটি নির্দিষ্ট সময়-অবস্থান, দ্রুত বা ধীর রস এবং অমুক এবং কর্ম-পুদগলের এই ধরনের প্রতিটি বিভাগে ঠিক করা আছে। কাল পাকাতে (সঠিক সময়ে), কর্ম একই ফলাফল দেখায়।

জীব, কর্মের ভাল এবং খারাপ ফল ভোগ করে, মানসিক রোগের শিকার হয় এবং ইন্দ্রিয়, কষায়, তাড়াতাড়ি, অধিকারী ইত্যাদির নতুন কর্মকে আবদ্ধ করে। অতীত কর্মকে একইভাবে আবদ্ধ করে। এই জগাখিচুড়ি চক্র অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। এজন্যই পৃথিবী চলে আসছে অনাদিকাল থেকে।

যদি আমরা ভাল আত্মায় এবং ধর্মীয় অনুশীলনে থাকি, তাহলে অনেক পাপকর্মের বন্ধন আটকে যায় এবং কতগুলি পাপকর্ম যা বাঁধা পড়ে তা পুণ্যে পরিণত হয়। কিছু পাপকর্মের রস কমে যায় এবং পুণ্যের রস বৃদ্ধি পায়, তখন কিছু পাপকর্ম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। যখন সমস্ত কর্ম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, তখন পৃথিবীর জন্ম ও মৃত্যুর চিরন্তন ঐতিহ্যের অবসান ঘটে, অর্থাৎ আত্মা মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়।



যদি চক্ষু ত্যাগ করে ব্রত পালন করা হয়, তাহলে নতুন কর্মফল আসা বন্ধ হবে (আটকে)। নির্জরার পার্থক্য চর্চা করলে পুরনো কর্মফল ধ্বংস হয়ে যায়। অতঃপর আত্মা সকল কর্মবিহীন হয়ে যায়, এর নাম মোক্ষ।

যেসব কারণের বিরুদ্ধে পৃথিবী চলাচল করে বা বৃদ্ধি পায় সেগুলো প্রয়োগ করে, তাহলে পৃথিবী অবশ্যই অবিনাশী এবং পরিব্রাণ লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি খুব ঠান্ডা বাতাসের কারণে ঠাণ্ডা হয়, তবে তাপ গ্রহণ স্বাস্থ্য দেয়।

কিন্তু কিভাবে আত্মা এবং কর্মের মিলন অনাদিকাল থেকে আলাদা করা যায়? যেমন, খনি থেকে বের হওয়া সোনা তার অস্তিত্ব থেকে মাটি দ্বারা ধুয়ে যায় (অনেক প্রাচীনকাল থেকে), তবুও ক্ষার ইত্যাদি ব্যবহার করে, এর উপর বিশুদ্ধ-তাই স্পর্শের সোনা তৈরি করা হয়। একইভাবে, অনন্তকাল ধরে, ন্যায়পরায়ণতা, সংযম, জ্ঞান, তপস্যা ইত্যাদির কারণে, অনাদিকাল থেকে, কর্মে পূর্ণ একটি আত্মাও একেবারে বিশুদ্ধ এবং পুণ্যবান হয়ে ওঠে। যদি কর্মের সংমিশ্রণ দ্বারা একটি জগৎ থাকে, তাহলে কর্মের অপসারণের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, তাহলে কর্মফল কখনও আবদ্ধ হয় না এবং পৃথিবী স্থির থাকে না।

পৃথিবীতে একজনকে বারবার জন্ম নিতে হয়, একজনকে মরতে হয়, কাউকে নরকে যেতে হয়। কুকুর, বিড়াল, গাধা, পোকামাকড়, গাছ, পাতা, পৃথিবী ইত্যাদি। দুঃখজনক! কি দারুণ যন্ত্রণা! আত্মার কি ভয়ানক অপমান! পৃথিবীতে দেহ আছে, তাই ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, রোগ আছে, দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, অপমান আছে, দাসত্ব আছে, বিড়ম্বনা (কষ্ট), দুশ্চিন্তা, যন্ত্রণা এবং আরও অনেক ধরনের দুঃখ আছে।

মোক্ষের মধ্যে দেহের কোন সম্পর্ক নেই। অরুপী একা শুদ্ধ আত্মা, তাই দুঃখ নেই। একমাত্র আনন্দই অসীম সুখ।

কোন শত্রু নেই, কোন রাগ নেই, কোন উপাধি নেই, কোন ইচ্ছা নেই, সেজন্যই চির সুখ...

প্রশ্ন: যদি নব জাতের জন্য কোন খাবার, পানীয়, হাঁটা বা কিছু করার নেই, তাহলে সুখ কি?

উত্তর: খাওয়া, পান করা, এগুলো সব উপাধি। এটি ক্ষুধা-তৃষ্ণা-প্রয়োজন ইত্যাদির যন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত হয়। যদি পরিব্রাণের ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে শিরোনাম কিসের জন্য? তোমার হৃদয়ে কেন বেদনা আছে? যে অসীম যেমন একমাত্র জ্ঞান। এই জ্ঞানে সমগ্র বিশ্ব দৃশ্যমান।

অনন্ত আত্মারা মোক্ষ লাভ করেছে, তাদের বলা হয় সিদ্ধ ভগবন্ত। সেই নিখুঁত ভগবাকে অনেক প্রণাম...



❁❁ পূর্ব ভারতের জৈন তীর্থ ❁❁



শ্রী ভদৈনী তীর্থ



শ্রী ভৈলুপুর (বারানসী) তীর্থ



শ্রী রাজগুহী তীর্থ



শ্রী চন্দপুরী তীর্থ